বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৪-২০১৫

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৪-২০১৫

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন
জুলাই ২০১৪ - জুন ২০১৫

প্রধান পৃষ্ঠপোষক	:	নুরুল ইসলাম নাহিদ, এমপি মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
উপদেষ্টা	:	মো. নজরুল ইসলাম খান সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
সার্বিক তত্ত্বাবধানে	:	মো: নূরুল আমিন (অতিরিক্ত সচিব) ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
সম্পাদনা পরিষদ	:	জনাব মো: আবুল ইসলাম (উপ-সচিব) উপ পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
		জনাব আফসানা কবির সহকারী পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
		জনাব মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মামুন (উপ-সচিব) সহকারী পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
		জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন সোহাগ সহকারী পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
		জনাব মুহম্মদ মনিরুল হক সহকারী পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
প্রকাশকাল	:	নভেম্বর, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ
ডিজাইন ও মুদ্রণ	:	ডিজাইন টাচ

নুরুল ইসলাম নাহিদ, এমপি
মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের কার্যক্রমের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। অর্থের অভাবে শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত দরিদ্র, মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা নিশ্চিত করার নিমিত্ত দেশের সকল স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা/বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট গঠন করা হয়। গত ৩০ জুন ২০১৩ খ্রি: তারিখ রোববার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ঢাকায়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের ছাত্রীদের সরাসরি উপবৃত্তি বিতরণের মাধ্যমে ট্রাস্ট এর উপবৃত্তি বিতরণ কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করেন।

প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ঘোষণা করেছেন। দেশের এক বিপুল জনগোষ্ঠিকে শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত রেখে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়া সম্ভব নয়। এ জন্য সকলকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করতে হবে। ইতোমধ্যে ট্রাস্ট এর স্থায়ী তহবিলের স্থায়ী আমানত ১০০০০.০০ (দশ হাজার) কোটি টাকায় উন্নীতকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য সরকারের পাশাপাশি শিল্পপতি, শিক্ষানুরাগীসহ সকলের সানুগ্রহ সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক। ট্রাস্ট এর স্থায়ী তহবিলের এফডিআর হতে প্রাপ্ত সুদ/লভ্যাংশ হতে স্নাতক (পাস) ও সমমানের পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের কেবলমাত্র ছাত্রীদের ৭২.৯৫ (বাহাত্তর কোটি পঁচানব্বই লক্ষ) টাকা প্রদান করা হয় এবং ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের ১,৬৩,০৭৯ জন শিক্ষার্থীকে (১,৪৮,৪০২ জন ছাত্রী ও ১৪,৬৭৭ জন ছাত্র) সর্বমোট ৯১.৬৫ কোটি (একানব্বই কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ) টাকা উপবৃত্তি প্রদান করা হয়।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট হতে "দরিদ্র মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণের আর্থিক সহায়তা নীতিমালা, ২০১৫" প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, কলেজ ও স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ে দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া "দুর্ঘটনার কারণে গুরুতর আহত দরিদ্র মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীর এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৫" প্রণয়ন করা হয়েছে এবং গুরুতর আহত দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের আর্থিক অনুদান প্রদান করা হচ্ছে।

মানব সম্পদ উন্নয়নে এ যাবৎকালে সরকার কর্তৃক গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচির মধ্যে উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচি অন্যতম। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট হতে উপবৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে বাল্য বিবাহ রোধ হবে, ছাত্রী ঝরে পড়া হ্রাস পাবে এবং নারীশিক্ষার হার বৃদ্ধিসহ নারীর ক্ষমতায়ন সম্প্রসারিত হবে মর্মে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। দেশের দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার সর্বজনীন মৌলিক মানবাধিকারের সুযোগ নিশ্চিত করার মাধ্যমে বাংলাদেশ তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য তথা দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ অর্জনে এ ট্রাস্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমি দৃঢ় আশাবাদ পোষণ করছি। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর কর্মকর্তা/কর্মচারীরা অত্যন্ত দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে ট্রাস্ট এর কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। আমি এ ট্রাস্ট এর উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করছি এবং এ প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

নুরুল ইসলাম নাহিদ, এমপি

বাণী

মো. নজরুল ইসলাম খান
সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের কার্যক্রমের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের বিগত বছরের একটি সার্বিক কার্যক্রমের স্বচ্ছ ধারণা পেতে এটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমি আশা করি। অর্থের অভাবে শিক্ষার সুযোগবঞ্চিত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট গঠন করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর ট্রাস্টি বোর্ডে একজন সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পেয়ে আমি নিজেকে অত্যন্ত গৌরবান্বিত মনে করছি।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২ এর আওতায় প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এ সিডমানি হিসেবে প্রাপ্ত ১০০০ (এক হাজার) কোটি টাকার এফডিআর মোট ৬টি তফসিলি ব্যাংকে জমা রয়েছে। বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংকে রক্ষিত এফডিআর (FDR) থেকে প্রাপ্ত সুদ/লভ্যাংশ হতে স্নাতক (পাস) ও সমমানের পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। ট্রাস্ট এর স্থায়ী তহবিলের স্থায়ী আমানত ১০০০০.০০ (দশ হাজার) কোটি টাকায় উন্নীতকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন উপবৃত্তি প্রদান সংক্রান্ত ৫টি প্রকল্পের মেয়াদ শেষে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর অর্থায়নে পরিচালিত হবে মর্মে ইতোমধ্যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

অর্থের অভাবে আমাদের দেশে এখন অনেক দরিদ্র মেধাবী ছাত্রছাত্রী শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত উদ্যোগে দরিদ্র মেধাবী ছাত্রছাত্রীর শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই ট্রাস্ট এর সৃষ্টি। গত ৩০ জুন ২০১৩ তারিখ রোববার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ঢাকায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্নাতক (পাস) ও সমমানের পর্যায়ের ১৫ (পনের) জন ছাত্রীকে সরাসরি উপবৃত্তি বিতরণের মাধ্যমে ট্রাস্ট এর উপবৃত্তি বিতরণ কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করেন। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের কেবলমাত্র ছাত্রীদের ৭২.৯৫ (বাহাত্তর কোটি পঁচানব্বই লক্ষ) টাকা প্রদান করা হয়। গত ২৬/০৪/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে ২০ জনকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বহস্তে উপবৃত্তির অর্থ বিতরণ করেন। ২৬/০৪/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের মাঝে উপবৃত্তি একযোগে সারাদেশে প্রদান করা হয়েছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের ১,৬৩,০৭৯ জন শিক্ষার্থীকে সর্বমোট ৯১.৬৫ কোটি (একানব্বই কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ) টাকা উপবৃত্তি প্রদান করা হয়।

সকলের শিক্ষার সুযোগ পাওয়া একটি মৌলিক মানবাধিকার। এ ট্রাস্ট এর মাধ্যমে দেশের দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রী শিক্ষার সুযোগ পেয়ে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে উঠবে তথা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে এবং তাদের মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত হবে মর্মে আমি দৃঢ় আশাবাদ পোষণ করছি। আমি এ ট্রাস্ট এর সার্বিক সফলতা কামনা করছি এবং এ প্রতিবেদন প্রকাশে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

মো: নজরুল ইসলাম খান

মো: নূরুল আমিন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

মুখবন্ধ

দেশকে প্রগতিশীল ও দারিদ্র্যমুক্ত করতে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। দেশের দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থী যেন পিতা-মাতা/অভিভাবকের আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে শিক্ষার সুযোগ তথা সর্বজনীন মৌলিক মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত না হয় এ লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অভিপ্রায় ও নির্দেশ অনুযায়ী প্রণীত প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন-২০১২ এর আওতায় 'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট' গঠন করা হয়েছে। ট্রাস্ট আইনের ৭(১) উপ-ধারার বিধান অনুযায়ী ০৫ (পাঁচ) সদস্য-বিশিষ্ট ট্রাস্ট এর একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান। এ আইনের ৮(১) উপ-ধারা অনুযায়ী ২৩ (তেইশ) সদস্যবিশিষ্ট একটি 'ট্রাস্টি বোর্ড' গঠন করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি। এ ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের মূল উদ্দেশ্য হলো নিরবচ্ছিন্নভাবে উপবৃত্তি প্রদান অব্যাহত রেখে বাংলাদেশের দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা নিশ্চিত করা।

ট্রাস্ট তহবিলের অর্থে উপবৃত্তি কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে ২০১১-২০১২ অর্থবছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় জিওবি থেকে সিডমানি হিসেবে ১০০০.০০ (এক হাজার) কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে, যা ৬টি তফসিলি ব্যাংকে এফডিআর করা হয়েছে। ট্রাস্ট এর স্থায়ী তহবিলের এফডিআর হতে প্রাপ্ত সুদ/লভ্যাংশ হতে স্নাতক (পাস) ও সমমানের পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। গত ৩০ জুন ২০১৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ঢাকায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্নাতক (পাস) ও সমমানের পর্যায়ের ছাত্রীদের সরাসরি উপবৃত্তি বিতরণের মাধ্যমে ট্রাস্ট এর উপবৃত্তি বিতরণ কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করেন। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে স্নাতক (পাস) ও সমমানের পর্যায়ের ২৭১১টি প্রতিষ্ঠানের ১,২৯,৮১০ জন ছাত্রীর মধ্যে ৭২.৯৫ কোটি টাকা উপবৃত্তি বাবদ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত করে ১,৬৩,০৭৯ জন (ছাত্র-১৪,৬৭৭ জন এবং ছাত্রী-১,৪৮,৪০২ জন) শিক্ষার্থীকে ৯১,৬৫,০৩,৯৮০ (একানব্বই কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ তিন হাজার নয়শত আশি) টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

গত ০৫/০৪/২০১৫ খ্রি: তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর উপদেষ্টা পরিষদ সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে ২০১৪- ২০১৫ অর্থবছরে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের মানদণ্ড অনুযায়ী নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৭৫% ছাত্রী এবং ২৫% ছাত্র হারে উপবৃত্তি প্রদানের কার্যক্রম চলছে। উপবৃত্তি প্রদানের ফলে স্নাতক পাশ ও সমমানের পর্যায়ে ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ঝরে পড়ার হার হ্রাস পেয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে সহায়তা প্রদানের জন্যে "দরিদ্র মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণের আর্থিক সহায়তা নীতিমালা, ২০১৫" প্রণয়ন করা হয়েছে এবং ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, কলেজ ও স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ে ৯৯ (নিরানব্বই) জন দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে ২,৪১,০০০/- (দুই লক্ষ একচল্লিশ হাজার) টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। "দুর্ঘটনার কারণে গুরুতর আহত দরিদ্র মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীর এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৫" প্রণয়ন করা হয়েছে এবং ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে গুরুতর আহত ০৬ (ছয়) জন দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের ৯৫,০০০/- (পঁচানব্বই হাজার) টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট হতে একজন দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীকে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা বিশেষ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

ট্রাস্ট এর জন্য অর্থ সংগ্রহের নিমিত্ত এফবিসিসিআই ও বাংলাদেশ এসোশিয়েশন অব ব্যাংকস (BAB) হতে ব্যবসায়ী ও ব্যাংক মালিকদের একটি খসড়া তালিকা প্রস্তুত করে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর নিকট প্রেরণের নিমিত্ত সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয় এর নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। ট্রাস্ট ফান্ড সংগ্রহের জন্য রশিদ বই ছাপানো হয়েছে। যারা অর্থ প্রদান করবেন তাদেরকে আয়কর রেয়াত দেয়ার কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

নারী শিক্ষার প্রসার, বাল্যবিবাহ রোধ তথা নারীর ক্ষমতায়ন এর লক্ষ্যে পোস্টার ছাপানো হয়েছে যা, জেলা-উপজেলা পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে। ট্রাস্ট এর কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের নিমিত্ত ইতোমধ্যে বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৩-২০১৪ সংশ্লিষ্টদের নিকট বিতরণ করা হয়েছে।

শিক্ষার মানোন্নয়নে ৭টি বিভাগে কর্মশালার আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে। কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধকল্পে এবং ট্রাস্ট এর কার্যক্রম ব্যাপক প্রচারের নিমিত্তে ২০টি জেলায় কর্মশালা শেষ হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০১৪ প্রণয়ন করা হয়েছে, যা বাংলাদেশ গেজেট জুন ২৬, ২০১৪ তারিখে প্রকাশিত হয়। যথাযথ নিয়োগ কমিটি এবং আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এ ৩য় শ্রেণির ০৯ জন ও ৪র্থ শ্রেণির ০৯ জন কর্মচারীর নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং কর্মচারীগণ যোগদান করেছেন।

ট্রাস্ট এ ১ম শ্রেণির ০১ জন সহকারী প্রোগ্রামার ও ২য় শ্রেণির ০১ জন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা যোগদান করেছেন। প্রোগ্রামার পদে যোগ্য কর্মকর্তা পাওয়া না যাওয়ায় নিয়োগ করা যায়নি।

'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট' এর জন্য ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ২টি কম্পিউটার, ২টি ইউপিএস এবং ২টি প্রিন্টার, একটি টিভি এবং একটি ফ্যাক্স মেশিন যথাযথ ক্রয় প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সংগ্রহ করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর বিগত বছরের সার্বিক কার্যক্রমের স্বচ্ছ ধারণা পেতে বার্ষিক প্রতিবেদন সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমি আশা করি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অভিপ্রায় এবং নির্দেশনা, মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সভাপতি, ট্রাস্টি বোর্ড এবং শিক্ষা সচিব মহোদয়ের নির্দেশনা আমাদের এ পর্যন্ত পৌঁছাতে সাহায্য করেছে। প্রতিবেদনটি আকর্ষণীয় ও ত্রুটিমুক্ত করতে সকলের আন্তরিক প্রয়াস ছিল। তথাপি যে কোন ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে বিনীত অনুরোধ করছি।

এ প্রতিবেদন প্রকাশে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন ও মেধা প্রয়োগ করেছেন তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

মো: নূরুল আমিন

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা নং

পটভূমি

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর পটভূমি ০৮
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর উপদেষ্টা পরিষদ এবং ট্রাস্টি বোর্ড ০৯
জনবল সৃষ্টি ও পদায়ন ১০
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর অর্গানোগ্রাম ১১
ট্রাস্ট এর কার্যাবলী ১২
অনুমোদিত জনবল ১২
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শুভ উদ্বোধন ১৩
ট্রাস্ট এর উপদেষ্টা পরিষদের ২য় সভা ১৪
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে উপবৃত্তি বিতরণ কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন ১৫

উপবৃত্তির কার্যক্রম ১৬-১৮

ট্রাস্ট কর্তৃক দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে আর্থিক অনুদান প্রদান নীতিমালা প্রণয়ন ১৮
ট্রাস্ট কর্তৃক গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান নীতিমালা প্রণয়ন ১৮
বিশেষ আর্থিক সহায়তা, ট্রাস্টি বোর্ডের ৩য় সভা ১৮
ট্রাস্ট এর রাজস্ব খাতে কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ, কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ ২০
ট্রাস্ট কর্তৃক পোস্টার ছাপানো ও বিতরণ, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৩-২০১৪ ২১
ক্রয় সংক্রান্ত ও অন্যান্য ২১
জাতীয় শোক দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪০তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উদযাপন ২১-২২

ট্রাস্ট এর তহবিল ২৩

কর্মশালার আয়োজন, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট কর্তৃক আয়োজিত শিক্ষার মানোন্নয়নে
কর্মশালা হতে প্রাপ্ত সমন্বিত সুপারিশমালা ২৪-৩২
২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের বাজেট থেকে ব্যয় ও অবশিষ্ট টাকার হিসাব বিবরণী ৩৩
সচিত্র প্রতিবেদন ৩৪-৪৪

পটভূমি

অর্থের অভাবে শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত দরিদ্র, মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা নিশ্চিত করার নিমিত্ত দেশের সকল স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা/বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের জন্য একটি 'ট্রাস্ট ফান্ড' গঠনের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০/০৪/২০১০ খ্রিঃ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়কে একটি লিখিত নির্দেশনা প্রদান করেন। এ ফান্ড গঠনের সম্ভাব্যতা পরীক্ষাপূর্বক প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রণয়নের জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীকে আহ্বায়ক করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ১৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ১৭/০৮/২০১০ তারিখের প্রজ্ঞাপনে মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে আহ্বায়ক করে ট্রাস্ট ফান্ড গঠন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়নের জন্য একটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ০৯/০৮/২০১০ তারিখের সভায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) কে আহ্বায়ক করে একটি টেকনিক্যাল উপ-কমিটি গঠন করা হয়। এ বিষয়ে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে (০৫) পাঁচটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩১/০১/২০১১ তারিখের পত্রে ট্রাস্ট ফান্ড গঠন সম্পর্কিত প্রতিবেদন, নীতিমালা ও আইনের খসড়া পরিকল্পনা কমিশনে পেশ করা হয়।

পরবর্তীতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনটি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় থেকে একটি নির্বাহী সার-সংক্ষেপের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট পেশ করা হয়। 'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড আইন, ২০১১' প্রণয়নের জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী ০৬/০৩/২০১১খ্রিঃ তারিখে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর বরাবরে একটি আধা সরকারি পত্র প্রেরণ করেন। মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী "প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড আইন, ২০১১" এর খসড়া প্রণয়ন করে Rules of Business, ১৯৯৬ এবং সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০০৮ এর বিধান অনুযায়ী উক্ত ট্রাস্ট ফান্ড সংক্রান্ত প্রণীত খসড়া আইনটি ১২/০৯/২০১১ তারিখের মন্ত্রিসভায় নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়।

বর্ণিত অবস্থায়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী প্রণীত 'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১১' গত ১২/১২/২০১১খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রিসভার চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করে। ১১ মার্চ, ২০১২ তারিখে নবম জাতীয় সংসদের দ্বাদশ অধিবেশনে "প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট বিল, ২০১২" পাস হয়। সংবিধানের ৮০(২) অনুচ্ছেদ অনুসারে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ১৪ মার্চ, ২০১২ তারিখে উক্ত বিলে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেন এবং একই তারিখে 'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২' বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ট্রাস্ট আইনের ৩(১) উপ-ধারার বিধান অনুযায়ী "প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট" নামে একটি 'ট্রাস্ট' গঠন করা হয়েছে। ঢাকার ধানমন্ডিস্থ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের কম্পিউটার সেন্টারের ২য় তলায় ট্রাস্ট এর কার্যক্রম চলছে।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর উপদেষ্টা পরিষদ এবং ট্রাস্টি বোর্ড

'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১১' এর ৭(১) উপ-ধারার বিধান অনুযায়ী ০৫ (পাঁচ) সদস্য-বিশিষ্ট ট্রাস্ট এর একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অথবা তদ্‌কর্তৃক মনোনীত অন্য কোন মন্ত্রী, যিনি উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য, উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান। এ আইনের ৮(১) উপ-ধারা অনুযায়ী ২৩ (তেইশ) সদস্য-বিশিষ্ট একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি।

উপদেষ্টা পরিষদ (পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট)

১. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও চেয়ারম্যান, উপদেষ্টা পরিষদ।
২. মাননীয় মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৪. মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. মাননীয় মন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

ট্রাস্টি বোর্ড (তেইশ সদস্য বিশিষ্ট)

১. মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ও সভাপতি, ট্রাস্টি বোর্ড।
২. মাননীয় মন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ও সহ-সভাপতি, ট্রাস্টি বোর্ড।
৩. চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, আগারগাঁও, ঢাকা।
৪. মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৫. সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরেবাংলানগর, ঢাকা।
৬. সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. সদস্য, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
১০. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
১১. মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
১২. সভাপতি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বারস্ অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই)।
১৩. সভাপতি, ব্যাংকার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ।
১৪. ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল, অধ্যাপক, কম্পিউটার সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।
১৫. ড. মো: আখতারুজ্জামান, অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
১৬. অধ্যক্ষ, ঢাকা কলেজ, ঢাকা।
১৭. অধ্যক্ষ, টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, তেজগাঁও, ঢাকা।
১৮. অধ্যক্ষ, সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা, সিলেট।
১৯. অধ্যক্ষ, ভিকারুননিসা নুন স্কুল এন্ড কলেজ।
২০. অধ্যক্ষ, ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম।
২১. অধ্যক্ষ, ভাগনাহাতি কামিল মাদ্রাসা, শ্রীপুর, গাজীপুর।
২২. প্রধান শিক্ষক, গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী স্কুল, ঢাকা।
২৩. ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সদস্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট

জনবল সৃষ্টি ও পদায়ন

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর জন্য রাজস্ব খাতে ৭৪টি পদ সৃষ্টির প্রস্তাব ০৫/১১/১২ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। এর আলোকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ০৩/০১/১৩ তারিখের পত্রে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর জন্য বিভিন্ন শর্তসাপেক্ষে ৪৪টি পদ সৃজনে সম্মতি প্রদান করে। এর ধারাবাহিকতায় ২৩/০১/১৩ তারিখে উক্ত ৪৪টি পদ সৃজনে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি চাওয়া হয়। অর্থ মন্ত্রণালয় ৩১/০৩/১৩ তারিখের পত্রে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর জন্য শর্ত সাপেক্ষে রাজস্ব খাতে ৩২টি পদ অস্থায়ীভাবে সৃষ্টিতে সম্মতি জ্ঞাপন করে। পরবর্তীতে ১৪/০৫/১৩ তারিখে উক্ত ৩২টি পদের বেতন স্কেল যাচাই/ভেটিং শেষ হয়। ১২/৮/২০১৩ তারিখে জনপ্রশাসন সংক্রান্ত প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির ২০তম সভায় প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর উক্ত ৩২টি পদ সৃষ্টির সুপারিশ করা হয়। পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৩২টি পদের জিও (অফিস আদেশ) জারী করা হয়েছে, যা অর্থ বিভাগ থেকে পৃষ্ঠাংকন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০১৪ প্রণয়ন করা হয়েছে, যা বাংলাদেশ গেজেট জুন ২৬, ২০১৪ তারিখে প্রকাশিত হয়।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দ

কর্মকর্তাদের নাম ও পরিচিতি নম্বর	পদবী	কার্যকাল	টেলিফোন/সেল/ই-মেইল
মো: নূরুল আমিন (২৩৪৬)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)	১৩ মার্চ ২০১৪ হতে বর্তমান	৮১৯২২০০ (অ), ৮১৯১০১৯ (ফ্যাক্স) ০১৫৫৬-৩০৭৯৩৬ md_pmedutrust@yahoo.com
মো: শাহাদাত হোসেন মজুমদার (৩৪৪৪)	পরিচালক (যুগ্ম সচিব)	২৯ নবেম্বর ২০১৫ হতে বর্তমান	৮১৯২০১১ (অ) ০১৭১১৫৪৭০৬৪ smozumder38@gmail.com
মো: আবুল ইসলাম (৬৫০৩)	উপ-পরিচালক (উপ-সচিব)	০৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ হতে বর্তমান	৮১৯২০১০ (অ), ৯৬১২৫৮৮ (বা) ০১৭১৬২০৫০১৯ abulislam69@yahoo.com
আফসানা কবির (৬৪৯৪)	সহকারী পরিচালক	২৯ ডিসেম্বর ২০১৩ হতে বর্তমান	৮১৯১০১৪(অ) ০১৭১১৯৭২৯৫৩ afsana_laizu@yahoo.com
মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মামুন (৬৭৩০)	সহকারী পরিচালক (উপসচিব)	২৩ জুন ২০১৪ হতে বর্তমান	৮১৯১০২১ (অ) almamun.6730@yahoo.com
মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন সোহাগ (১৩০৯২)	সহকারী পরিচালক	২৯ ডিসেম্বর ২০১৩ হতে বর্তমান	৮১৯১০২৩ (অ), ৯৩৫৪৯৮৫ (বা) ০১৭১১১৪৮৫৮৮ shohag_bcs22@yahoo.com
মুহম্মদ মনিরুল হক (০১৪৫০৯)	সহকারী পরিচালক	৮ অক্টোবর ২০১৫ হতে বর্তমান	৮১৯১০১৭ (অ), ০১৯১১৫৭৪৩২২ mmh.pmeat@gmail.com
অসীম কুমার পাল	সহকারী প্রোগ্রামার	১৬ জুলাই ২০১৫ হতে বর্তমান	asim.cse08.hstu@gmail.com ০১৭২৪৫৯৬৬৭৬
রকিবুল হাসান	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	২৪ আগস্ট ২০১৫ হতে বর্তমান	rokibba@gmail.com ০১৯২৫৩২০২৪৫

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর অর্গানোগ্রাম

বি: দ্র: সর্বমোট পদসংখ্যা ঃ ৩২ জন।
(ব্যবস্থাপনা পরিচালক-১, পরিচালক-১, উপ-পরিচালক-১, সহকারী পরিচালক-৪, প্রোগ্রামার-১, সহকারী প্রোগ্রামার-১, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা-১, ব্যক্তিগত সহকারী-২, ডাটাএন্ট্রি অপারেটর-৪, হিসাবরক্ষক-১, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর-০৪, ড্রাইভার-২, এম.এল.এস.এস-৭, গার্ড-১ এবং সুইপার-১)

ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও পরিচালকের গাড়ীর জন্য ০২ জন ড্রাইভার ও দুটি জীপগাড়ি এবং ট্রাস্ট এর কর্মকর্তাদের অফিসে যাতায়াতসহ অফিসের কাজের জন্য ১টি মাইক্রোবাস।

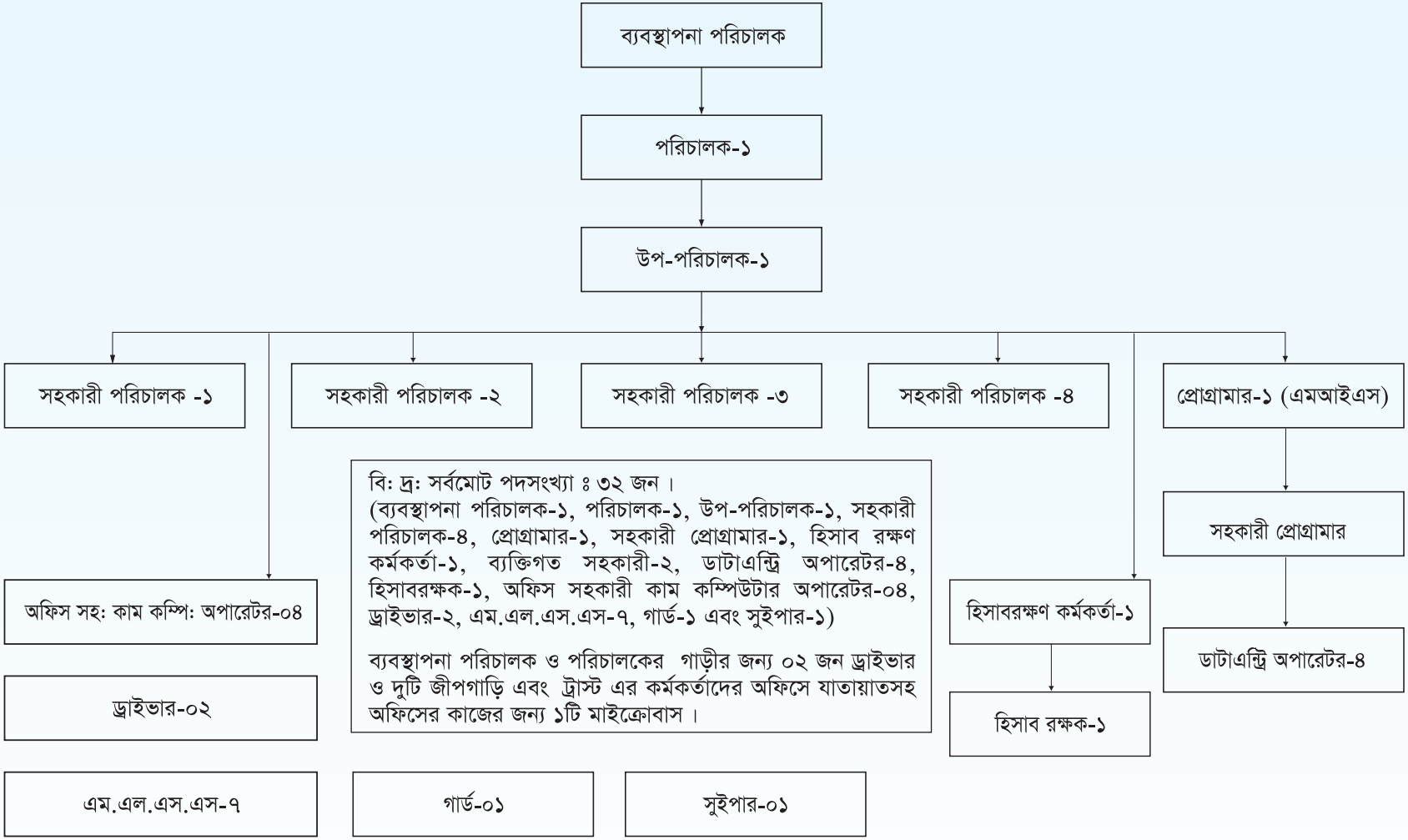

অনুমোদিত জনবল

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা ৯টি, দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা ১টি, তৃতীয় শ্রেণির ১৩টি এবং চতুর্থ শ্রেণির ৯টি পদসহ মোট ৩২টি অনুমোদিত পদ রয়েছে।

অনুমোদিত পদের নাম	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	পূরণকৃত পদের সংখ্যা	শূন্যপদের সংখ্যা	সংরক্ষিত শূন্যপদের সংখ্যা(১০%)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক	১	১	০	০০
পরিচালক	১	১	০	০০
উপ-পরিচালক	১	১	০	০০
সহকারী পরিচালক	৪	৪	০	০০
প্রোগ্রামার	১	০	১	০০
সহকারী প্রোগ্রামার	১	১	০	০০
হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১	১	০	০০
ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	৪	৩	১	০১
ব্যক্তিগত সহকারী	২	১	১	০০
হিসাব রক্ষক	১	১	০	০০
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৪	৩	১	০১
ড্রাইভার	২	১	১	০০
এমএলএসএস (অফিস সহায়ক)	৭	৭	০	০০
গার্ড	১	১	০	০০
সুইপার	১	১	০	০০
মোট পদের সংখ্যা	**৩২**	**২৭**	**৫**	**০২**

ট্রাস্ট এর কার্যাবলি

ক. ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে স্নাতক/সমমান পর্যন্ত দরিদ্র মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বিনা বেতনে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি ও উপবৃত্তি প্রদান;

খ. ট্রাস্ট ফান্ড এর জন্য অর্থ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিনিয়োগ;

গ. সুবিধাভোগী নির্বাচনের মানদণ্ড নির্ধারণ এবং সুবিধাভোগী নির্বাচনের লক্ষ্যে কমিটি গঠন;

ঘ. উপবৃত্তির হার ও পরিমাণ নির্ধারণ;

ঙ. ট্রাস্ট এর সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও হেফাজতকরণ;

চ. বোর্ডের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণসহ যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং এতদ্‌বিষয়ে কারিগরি কমিটি গঠন;

ছ. ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক ট্রাস্ট ফান্ড গবেষণা কার্যক্রম পরিচালন;

জ. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ট্রাস্ট ফান্ড সংক্রান্ত কাজে সম্পৃক্তকরণ;

ঝ. শিক্ষা কার্যক্রমে সরকারি/বেসরকারি সংস্থা ও সমাজের বিত্তশালীদের সম্পৃক্ত করা;

ঞ. শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধসহ সকল পর্যায়ে শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণ।

যথাযথ নিয়োগ কমিটি এবং আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর ৩য় শ্রেণির ০৯ জন ও ৪র্থ শ্রেণির ০৯ জন কর্মচারীর নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং কর্মচারীগণ যোগদান করেছেন। ট্রাস্ট এ ১ম শ্রেণির ০১ জন সহকারী প্রোগ্রামার ও ২য় শ্রেণির ০১ জন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা যোগদান করেছেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শুভ উদ্বোধন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত উদ্যোগে দরিদ্র মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মূলত: এই ট্রাস্ট সৃষ্টি। গত ১৩/৩/২০১৩ খ্রি: তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ট্রাস্ট এর উপদেষ্টা পরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় ২০১২-১৩ অর্থ বছর থেকে 'স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রকল্প' এর কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে ট্রাস্ট এর অর্থে পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ট্রাস্ট এর কার্যক্রম শুরু করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের বাজেট থেকে সিডমানি হিসেবে ১০০০ (এক হাজার) কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। উক্ত অর্থ পাঁচটি তফসিলি ব্যাংকে (দুইশত কোটি টাকা হারে) এফডিআর করা হয়েছে। মূলত: এফডিআর (FDR) এর বিপরীতে প্রাপ্ত সুদ/লভ্যাংশ দ্বারা স্নাতক (পাস) ও সমমানের পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

গত ০২/৫/২০১৩ খ্রি: তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে ট্রাস্টি বোর্ডের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপদেষ্টা পরিষদ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে 'স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রকল্প এর আওতায় ১,২৯,৮১০ জন ছাত্রীকে মোট ৭২.৯৫ কোটি টাকা উপবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্নাতক (পাস) ও সমমানের পর্যায়ের ১৫ (পনের) জন ছাত্রীকে সরাসরি উপবৃত্তি বিতরণের মাধ্যমে ট্রাস্ট এর উপবৃত্তি বিতরণ কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করেন। ট্রাস্ট এর অর্থে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান এই প্রথম, যা শিক্ষা ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ একটি পদক্ষেপ হিসেবে মানব সম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বর্তমানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন পাঁচটি প্রকল্পের আওতায় দেশের ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্পসমূহের মেয়াদ শেষে দেশের ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সার্বিক উপবৃত্তি কার্যক্রম ট্রাস্ট এর অর্থে পরিচালিত হবে।

ট্রাস্ট এর উপদেষ্টা পরিষদের ২য় সভা

গত ০৫/৪/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর সভাপতিত্বে ট্রাস্ট এর উপদেষ্টা পরিষদের ২য় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর হতে উপবৃত্তি প্রদানের মানদন্ড অনুযায়ী স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৭৫% ছাত্রী ও ২৫% ছাত্র হারে উপবৃত্তি প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করেছেন। সে মোতাবেক শিক্ষার্থী নির্বাচনের কার্যক্রম চলছে। এছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে নির্বাচন পদ্ধতিতে সম্পৃক্ত শিক্ষার্থী ও বৃত্তিপ্রাপ্ত সকল শিক্ষার্থীদের তথ্য সংরক্ষণ কার্যক্রম চলছে। ট্রাস্ট এর জন্য অর্থ সংগ্রহের নিমিত্ত এফবিসিসিআই ও বাংলাদেশ এসোশিয়েশন অব ব্যাংকস (BAB) হতে ব্যবসায়ী ও ব্যাংক মালিকদের একটি খসড়া তালিকা প্রস্তুত করে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর নিকট প্রেরণের নিমিত্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। ট্রাস্ট ফান্ড সংগ্রহের জন্য রশীদ বই ছাপানো হয়েছে। যারা অর্থ প্রদান করবেন তাদেরকে আয়কর রেয়াত দেয়ার কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

০৫ এপ্রিল ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর সভাপতিত্বে ট্রাস্ট এর উপদেষ্টা পরিষদের ২য় সভা অনুষ্ঠিত হয়

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে উপবৃত্তি বিতরণ কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে ১,৬৩,০৭৯ জন (ছাত্র ১৪,৬৭৭ জন এবং ছাত্রী ১,৪৮,৪০২ জন) শিক্ষার্থীর মধ্যে ৯১,৬৫,০৩,৯৮০ (একানব্বই কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ তিন হাজার নয়শত আশি) টাকা বিতরণ করা হয়েছে যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ২৬/০৪/২০১৫ খ্রি; তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে উপবৃত্তি বিতরণ কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করেন। একই দিনে একযোগে সারাদেশে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের মাঝে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

২৬ এপ্রিল ২০১৫ খ্রি. তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীর উপবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করছেন।

২৬ এপ্রিল ২০১৫ খ্রি: তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীর উপবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাত্রীদের মাঝে উপবৃত্তির অর্থের চেক প্রদান করেন। উপস্থিত ছিলেন মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ, এমপি, ও শিক্ষা সচিব মো. নজরুল ইসলাম খান ও মো: নূরুল আমিন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

একনজরে উপবৃত্তি কার্যক্রম

মানব সম্পদ উন্নয়নে এযাবৎকালে সরকার কর্তৃক যে সকল গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে, তারমধ্যে উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচি অন্যতম। বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেক নারী যারা দারিদ্র্য, বাল্যবিবাহ, আর্থ-সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা, ধর্মীয় গোঁড়ামী ইত্যাদি কারণে শিক্ষালাভ হতে বঞ্চিত ছিল বিধায় দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে তাদের যথাযথ অংশগ্রহণ বাধাগ্রস্থ হচ্ছিল। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে নারী শিক্ষাকে উৎসাহিত করার উপায় হিসেবে বেসরকারিভাবে ১৯৮২ সাল থেকে পরীক্ষামূলকভাবে ছাত্রী উপবৃত্তি প্রকল্প চালু হয়, বর্তমানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং স্নাতক (পাস) পর্যায়ে ৫টি প্রকল্প চালু রয়েছে।

১। সেকেন্ডারি এডুকেশন স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট (এসইএসপি)/মাধ্যমিক শিক্ষা উপবৃত্তি ২য় পর্যায় (বর্তমান নাম):

সেকেন্ডারী এডুকেশন স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট (এসইএসপি) নামে প্রকল্পটি শুরু হলেও বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষা উপবৃত্তি ২য় পর্যায় নামে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ২১৮টি উপজেলায় এই প্রকল্পটি পরিচালিত হয়ে আসছে। ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত (স্কুল ও মাদ্রাসা) শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান করা হয়। প্রকল্পটির মেয়াদ জুন-২০১৭ সালে শেষ হবে।

২। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প:

বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে সারাদেশে এই প্রকল্পটি পরিচালিত হয়ে আসছে। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান করা হয়। প্রকল্পটির মেয়াদ জুলাই-২০১৭ সালে শেষ হবে। মাধ্যমিক পর্যায়ে উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্পের মাধ্যমে সরকার বাল্য বিবাহ প্রতিরোধসহ ছাত্রী ড্রপআউট এবং শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হন বিধায় জনসংখ্যাবৃদ্ধি হ্রাসের লক্ষ্যে ছাত্রীদের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত অবিবাহিত রাখার প্রয়াস হিসেবে সরকার উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প চালু করে।

৩। সেকেন্ডারী এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসেপ):

বাংলাদেশ সরকার ও এডিবি এর অর্থায়নে ১৭টি জেলার ৫৪টি উপজেলায় এই প্রকল্পটি পরিচালিত হয়ে আসছে। ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত (স্কুল ও মাদ্রাসা) শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান করা হয়। প্রকল্পটির মেয়াদ ডিসেম্বর-২০১৭ সালে শেষ হবে।

৪। সেকেন্ডারী এডুকেশন কোয়ালিটি এন্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ):

বিশ্ব ব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ২১৫টি উপজেলায় এই প্রকল্পটি পরিচালিত হয়ে আসছে। ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত (স্কুল ও মাদ্রাসা) শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান করা হয়। প্রকল্পটির মেয়াদ ডিসেম্বর-২০১৭ সালে শেষ হবে।

৫। স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প:

বাংলাদেশ সরকার এবং প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর অর্থায়নে সারা দেশে এই প্রকল্পটি পরিচালিত হয়ে আসছে। স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্পটির মেয়াদ জুন-২০১৬ সালে শেষ হবে।

১০.১ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে উপবৃত্তি প্রদান সংক্রান্ত তথ্য:

বর্তমানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন পাঁচটি প্রকল্পের আওতায় দেশের ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্পসমূহের মেয়াদ শেষে দেশের ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদের সার্বিক উপবৃত্তি কার্যক্রম ট্রাস্ট এর অর্থে পরিচালিত হবে।

প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ		কোন শ্রেণী থেকে কোন শ্রেণী পর্যন্ত	সুবিধাভোগী		প্রকল্প এলাকা	এ বছরের মোট মোট বিতরণ (কোটি টাকা)	উপকারভোগী শিক্ষার্থী সংখ্যা	
	আরম্ভ	শেষ		ছেলে	মেয়ে			ছাত্র	ছাত্রী
সেকেন্ডারী এডুকেশন স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট (এসইএসপি)/ মাধ্যমিক শিক্ষা উপবৃত্তি ২য় পর্যায় (বর্তমান নাম)	জুলাই ২০০৯	৩১ ডিসেম্বর ২০১৪	৬ষ্ঠ থেকে এসএসসি/ দাখিল	১০%	৩০%	জন ২১৭টি উপজেলা	২১৫.০০ (সম্ভাব্য)	১৪,৯৯,৩৮৫ (সম্ভাব্য)	
উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প	জুলাই ২০০৮	জুন ২০১৪	শুধুমাত্র এইচএসসি	০	৪০%	সমগ্র বাংলাদেশ	১৪৪.৮১ কোটি টাকা	৯৭,০০০ জন	৪,০৪,০০০ জন
স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প	জুলাই ২০১২	জুন ২০১৬	স্নাতক (পাস) ও সমমান			সমগ্র বাংলাদেশ	১২৯.৬৮ কোটি টাকা (সম্ভাব্য)	২,৩০,৭৪৮ জন (সম্ভাব্য)	
সেকেন্ডারী এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসেপ)	জানুয়ারি ২০১৪	৩১ ডিসেম্বর ২০১৭	৬ষ্ঠ থেকে দশম	২০%	৩০%	১৭ জেলার ৫৪টি উপজেলা	৪৫.৩২ কোটি টাকা	৭২,০৮১ জন	১,৭৫,২৩২ জন
সেকেন্ডারী এডুকেশন কোয়ালিটি এন্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ)	জুলাই ২০০৮	জুন ২০১৭	৬ষ্ঠ থেকে দশম	দরিদ্র	ছাত্র-ছাত্রী	১২৫টি উপজেলা ৯০টি উপজেলা	২১৮.৮৮ কোটি টাকা	৪,৪৮,৯১৮ জন	৫,৯৯,৫৪৩ জন

১০.২ স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প

উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রী উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় ডিগ্রী পর্যায়ে ছাত্রী ভর্তির হার বৃদ্ধি, মেয়েদের চাকুরীর সুযোগ ও উপার্জন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য বিমোচন ও জেন্ডার সমতার অর্জনের লক্ষ্যে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প চলমান রয়েছে, যার মেয়াদ জুলাই ২০১১ থেকে জুন ২০১৬ পর্যন্ত ।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর অর্থায়নে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ে উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে। বিগত ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে প্রকল্পের মাধ্যমে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের ১,২৯,৮১০ জন ছাত্রীদের মধ্যে ৭২.৯৫ কোটি টাকা উপবৃত্তি বাবদ প্রদান করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রমে ছাত্রীদের পাশাপাশি ছাত্রদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ে ১৪,৬৭৭ জন ছাত্র এবং ১,৪৮,৪০২ জন ছাত্রীসহ মোট ১,৬৩,০৭৯ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৯১,৬৫,০৩,৯৮০ (একানব্বই কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ তিন হাজার নয়শত আশি) টাকা উপবৃত্তি বাবদ বিতরণ করা হয়েছে।

উপবৃত্তি প্রদানের ফলে স্নাতক (পাস) ও সমমানের পর্যায়ে ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধি (১০%) পেয়েছে এবং ঝরে পড়ার হার হ্রাস পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর অর্থে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদানের ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে তা নিম্নে দেখানো হল:

শিক্ষাবর্ষ	মোট ভর্তিকৃত ছাত্রী সংখ্যা	মোট ভর্তিকৃত ছাত্র সংখ্যা
২০১১-২০১২	১,২৭,৯৮৩ জন	১,৪৩,৬০৯
২০১২-২০১৩	১,৬৮,১১৬ জন	১,৮১,৮৪২
২০১৩-২০১৪	১,৮৪,৯২৭ জন	২,০০,০২৬

সূত্রঃ স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প, মাউশি, ঢাকা

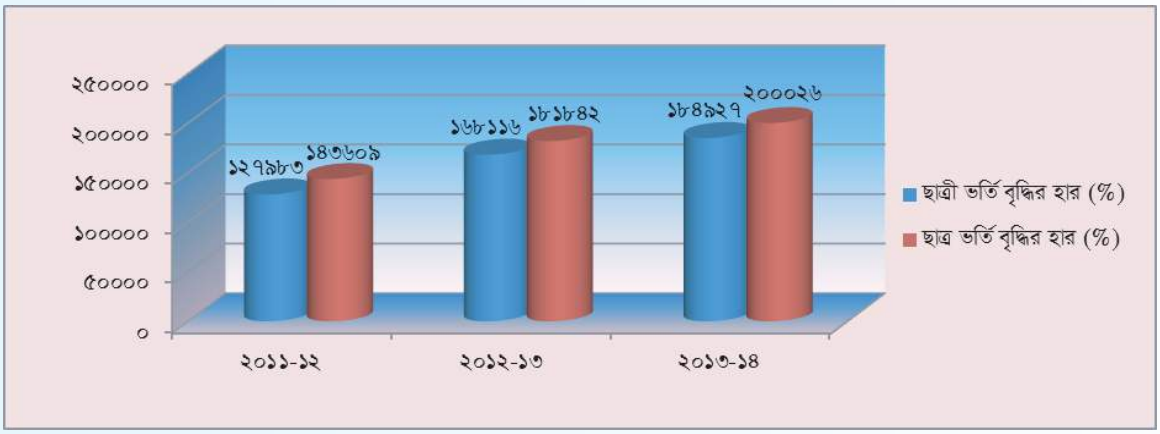

স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের ভর্তি বৃদ্ধির হার

১১. ট্রাস্ট কর্তৃক দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে আর্থিক অনুদান প্রদান নীতিমালা প্রণয়ন:

ট্রাস্ট হতে দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে আর্থিক অনুদান প্রদান করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও কলেজে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ে ৯৯ জন দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে ২৪১০০০/- (দুই লক্ষ একচল্লিশ হাজার) টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। অর্থের অভাবে যে সকল দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থী বিদ্যালয়/মাদ্রাসা/কলেজে/বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে না, ট্রাস্টের অর্থে ভর্তির সুযোগ করে দেয়ার ফলে তাদের সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত হবে; শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধকরণ সম্ভব হবে; বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ হবে; শিক্ষার প্রসার ঘটবে এবং নারীশিক্ষার হার বৃদ্ধি সহ নারীর ক্ষমতায়ন সম্প্রসারিত হবে।

১২. ট্রাস্ট কর্তৃক গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান নীতিমালা প্রণয়ন:

ট্রাস্ট হতে দুর্ঘটনার কারণে গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে গুরুতর আহত ০৬ জন দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীকে ৯৫০০০/- (পঁচানব্বই হাজার) টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। দুর্ঘটনার কারণে গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদানের ফলে অর্থাভাবে চিকিৎসা বঞ্চিত শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় ব্যঘাত ঘটবে না তথা তাদের শিক্ষা কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত হবে।

১৩। বিশেষ আর্থিক সহায়তা

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট হতে একজন দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীকে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা বিশেষ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

১৪. ট্রাস্টি বোর্ডের ৩য় সভা

১১ জানুয়ারি ২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে ট্রাস্টি বোর্ডের ৩য় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জনাব মো: নূরুল আমিন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, জানান দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণের আর্থিক সহায়তা নীতিমালা, ২০১৫'(খসড়া) এবং 'দুর্ঘটনার কারণে গুরুতর আহত দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান নীতিমালা, ২০১৫' (খসড়া) প্রণয়ন করা হয়েছে যা অনুমোদন করা যেতে পারে। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নীতিমালা দু'টি অনুমোদন দেয়া হয়।

তিনি বলেন, ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের ১,২৯,৮১০ জন ছাত্রীর মধ্যে ৭২.৯৫ কোটি টাকা উপবৃত্তি বাবদ প্রদান করা হয় এবং ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে ১১টি জেলার ৯০% ছাত্রী ও ১০% ছাত্র এবং বাকী ৫৩টি জেলার ৩০% ছাত্রী ও ১০% ছাত্রসহ মোট ১,৭৪,৪৪৬ জন (ছাত্রী ১,৫৮,৪৮৯ জন ও ছাত্র ১৫,৯৫৭ জন) স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীর মধ্যে ৯৮,০৩,৮৬,৫২০.০০ (আটানব্বই কোটি তিন লক্ষ ছিয়াশি হাজার পঁচশত বিশ) টাকা উপবৃত্তি বাবদ প্রদানের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

সভায় মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্ট সকলের (বিভিন্ন অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান, সমাজের বিত্তবান, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী) উপস্থিতিতে ট্রাস্ট ফান্ড সংগ্রহের নিমিত্ত একটি যৌথ সভা আয়োজনের বিষয়ে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এছাড়া অর্থ সংগ্রহের বিষয়ে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী অর্থমন্ত্রীর সাথে আলোচনাক্রমে 'ট্রাস্ট ফান্ড সংগ্রহ সপ্তাহ' আয়োজনে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এ বিষয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, বলেন, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বরাবর একটি তালিকা উপস্থাপন করা হয়েছে এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রীর একান্ত সচিব বরাবর সে তালিকা প্রদান করা হয়েছে। তিনি বলেন, আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ট্রাস্ট এ ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের নিয়োগ করা হয়েছে। যথাযথ নিয়োগ কমিটির মাধ্যমে ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণির কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

১১ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ট্রাস্টি বোর্ডের ৩য় সভায় উপস্থিত মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী জনাব নূরুল ইসলাম নাহিদ, এমপি, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন চেয়ারম্যান জনাব আজাদ চৌধুরী, জনাব আবদুস সোবহান সিকদার, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব; শিক্ষা সচিব জনাব মো. নজরুল ইসলাম খান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মো: নূরুল আমিন (অতিরিক্ত সচিব) এবং অন্যান্য সদস্য উপস্থিত ছিলেন

১১ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ট্রাস্টি বোর্ডের ২য় সভায় মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী জনাব নূরুল ইসলাম নাহিদ, এমপি এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত আছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, শিক্ষা সচিব জনাব মো. নজরুল ইসলাম খান ও ট্রাস্ট এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মো: নূরুল আমিন (অতিরিক্ত সচিব)

১১ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ট্রাস্টি বোর্ডের ২য় সভায় মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী জনাব নূরুল ইসলাম নাহিদ, এমপি এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত আছেন চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন জনাব আজাদ চৌধুরী, জনাব আবদুস সোবহান সিকদার, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, শিক্ষা সচিব জনাব মো. নজরুল ইসলাম খান

১৫ ।ট্রাস্ট এর রাজস্ব খাতে কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ

যথাযথ নিয়োগ কমিটি এবং আউট সোর্সিংয়ের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ৩য় শ্রেণির ০৯ জন ও ৪র্থ শ্রেণির ০৯ জন কর্মচারীর নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং কর্মচারীগণ যোগদান করেছেন। যথাযথ নিয়োগ কমিটির মাধ্যমে ট্রাস্টে ১ম শ্রেণির একজন সহকারী প্রোগ্রামার এবং ২য় শ্রেণির একজন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং তারা যোগদান করেছেন। প্রোগ্রামার পদে যোগ্য কর্মকর্তা পাওয়া না যাওয়ায় নিয়োগ করা যায়নি।

১৬। কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ

১৫ ও ১৬ জুন ২০১৫ খ্রিঃ তারিখ সকাল ৯.৩০ ঘটিকা হতে বিকাল ৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর নিয়োগপ্রাপ্ত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ ট্রাস্ট অফিসের সম্মেলন কক্ষে সম্পন্ন হয়েছে।

১৫ ও ১৬ জুন ২০১৫ খ্রিঃ তারিখ প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর নিয়োগপ্রাপ্ত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উদ্বোধন ও প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরণ করছেন ট্রাস্ট এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মোঃ নূরুল আমিন

১৭। পোস্টার ছাপানো ও বিতরণ: নারী শিক্ষার প্রসার, বাল্যবিবাহ রোধ তথা নারীর ক্ষমতায়ন এর লক্ষ্যে পোস্টার ছাপানো হয়েছে যা, জেলা-উপজেলা পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে।

১৮। বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৩-২০১৪: ট্রাস্ট এর কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের নিমিত্ত বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৩-২০১৪ সংশ্লিষ্টদের নিকট বিতরণ করা হয়েছে।

১৯। ক্রয় সংক্রান্ত: 'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট' এর জন্য ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ৩টি কম্পিউটার, ৩টি ইউপিএস এবং ২টি প্রিন্টার এবং একটি রেফ্রিজারেটর যথাযথ ক্রয় প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সংগ্রহ করা হয়েছে।

২০। ট্রাস্ট এর যাবতীয় কার্যক্রম (Online) অনলাইনভিত্তিক করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ: প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর যাবতীয় কার্যক্রম (Online) অনলাইনভিত্তিক করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ইতোমধ্যে প্রকল্প পরিচালক এটুআই প্রোগ্রাম প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় তেজগাঁও, ঢাকা বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর অফিসে Internet Line সংযোগ নেয়া হয়েছে।

২১। ট্রাস্ট ফান্ড সংগ্রহ ও রশিদ বই ছাপানো: ট্রাস্ট এর জন্য অর্থ সংগ্রহের নিমিত্ত এফবিসিসিআই ও বাংলাদেশ এসোশিয়েশন অব ব্যাংকস (BAB) হতে ব্যবসায়ী ও ব্যাংক মালিকদের একটি খসড়া তালিকা প্রস্তুত করে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর নিকট প্রেরণের নিমিত্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। ট্রাস্ট এর জন্য অর্থ সংগ্রহের নিমিত্ত ট্রাস্ট ফান্ড সংগ্রহের জন্য রশীদ বহি ছাপানো হয়েছে। যারা অর্থ প্রদান করবেন তাদেরকে আয়কর রেয়াত দেয়ার কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

২২। জাতীয় শোক দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪০তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উদযাপন: ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪০তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচি অনুযায়ী সকাল ৬.৩০ ঘটিকায় মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর নেতৃত্বে ধানমন্ডি ৩২ নং রোডে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি যাদুঘরে জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। তারপর প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর সভা কক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনাদর্শ ও রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। সভায় সকল আলোচকবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

জাতীয় শোক দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪০তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে ট্রাস্ট এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মো: নূরুল আমিন এর নেতৃত্বে সকাল ৬.৩০ ঘটিকায় কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ধানমন্ডিস্থ ৩২ নং রোডে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি যাদুঘরে জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং সকাল ৮.৩০ ঘটিকায় প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর সভা কক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনাদর্শ ও রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে আলোচনা অনুষ্ঠান হয়

ট্রাস্ট এর তহবিল

(ক) প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন ২০১২ এর আওতায় প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এ স্থায়ী তহবিল হিসাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে সিডমানি হিসেবে প্রাপ্ত ১০০০ (এক হাজার) কোটি টাকার এফডিআর মোট ৫টি তফসিলি ব্যাংকে যথাক্রমে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, জাতীয় প্রেস ক্লাব শাখা, জনতা ব্যাংক লিমিটেড, নবাব আব্দুল গণি রোড, শাখা, রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ শাখা, ঢাকা, বেসিক ব্যাংক লিমিটেড, শান্তিনগর শাখা, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, রমনা কর্পোরেট শাখা, বিডিবিএল, প্রিন্সিপাল ব্রাঞ্চ এ এফডিআর হিসেবে জমা রাখা হয়েছে। 'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট' এর নামে অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, জাতীয় প্রেসকাব শাখা, ঢাকার সঞ্চয়ী হিসেব (সঃ হিঃ নং ০২০০০০১৫৫৬৭১৬) সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট মহোদয়ের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হচ্ছে।

(খ) ট্রাস্ট এর স্থায়ী তহবিলের বিবরণ ২০১১-২০১২ অর্থবছরে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত সিডমানি ১০০০.০০ (এক হাজার কোটি) টাকা, যা পাঁচটি তফসিলি ব্যাংকে এফডিআর হিসেবে রাখা আছে।

সুদ/লভ্যাংশ প্রাপ্তি

* ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে এফডিআর হতে প্রাপ্ত সুদ/লভ্যাংশ ১০৪.১৬ কোটি টাকা;
* ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে এফডিআর হতে প্রাপ্ত সুদ/লভ্যাংশ ২৩.১২ কোটি টাকা;
* ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে এফডিআর ও সঞ্চয়ী হিসাব হতে প্রাপ্ত সুদ/লভ্যাংশ ১২৯.৯৭ কোটি টাকা
* ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে এফডিআর ও সঞ্চয়ী হিসাব হতে প্রাপ্ত সুদ/লভ্যাংশ ৯৪.৬৫ কোটি টাকা; (০১/০৯/২০১৫ খ্রি:)

* বর্তমানে ট্রাস্ট এর এফিডিআরকৃত টাকার পরিমাণ ১১৭৬,৮৯,১৮,৭৬০.৫০ (এক হাজার একশত ছিয়াত্তর কোটি উননব্বই লক্ষ আঠারো হাজার সাতশত ষাট টাকা পঞ্চাশ পয়সা) টাকা।

* ব্যাংকে সঞ্চয়ী হিসেবে রক্ষিত মোট টাকার পরিমাণ ৪১২১৬৯২.৫৮/=

* বর্তমানে এফডিআর এবং ব্যাংকে সঞ্চয়ী হিসেবে রক্ষিত অর্থসহ মোট টাকার পরিমাণ ১১৭৭,৩০,৪০,৪৫৩.০৮ (এক হাজার একশত সাতাত্তর কোটি ত্রিশ লক্ষ চল্লিশ হাজার চারশত তেপ্পান্ন টাকা আট পয়সা) টাকা (০১/০৯/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত)।

(গ) ট্রাস্ট এর উপবৃত্তি বাবদ খরচ/ব্যয় বিবরণ

* ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে এফডিআর হতে উপবৃত্তি বাবদ ব্যয় ৭২.৯৫ কোটি টাকা;
* ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে এফডিআর হতে উপবৃত্তি বাবদ ব্যয় ৯১.৬৫ কোটি টাকা;

(ঘ) কর্মশালার খরচ/ব্যয় বিবরণ

ক্রমিক	কর্মশালা	ট্রাস্টি বোর্ডের অনুমোদনক্রমে এফডিআর এর লভ্যাংশ হতে বরাদ্দ	ব্যয়
০১	০৭টি বিভাগে শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মশালা আয়োজন	১৪,০০,০০০/=	১৩,৭২,৬৩৬.২৫/=
০২	২০ টি জেলায় শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধকল্পে কর্মশালা আয়োজন	২০,০০,০০০/=	১৯,৮৭,৩৫০.০০/=

(ঙ) ট্রাস্ট হতে আর্থিক সহায়তা (২০১৪-২০১৫ অর্থবছর)

ক্রমিক	কর্মশালা	ব্যয়
০১	৯৯ (নিরানব্বই) জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের ভর্তি নিশ্চিতকরণে আর্থিক সহায়তা	২,৪১,০০০/-
০২	দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত ০৬ (ছয়) জন শিক্ষার্থীদের এককালীন আর্থিক সহায়তা	৯৫,০০০/-
০৩	বিশেষ আর্থিক সহায়তা	৫০,০০০/-

২৪। কর্মশালা আয়োজন:

শিক্ষার মানোন্নয়নে ৭টি বিভাগে কর্মশালার আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে। শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মশালায় প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ পাণ্ডুলিপি আকারে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধকল্পে এবং ট্রাস্ট এর কার্যক্রম ব্যাপক প্রচারের নিমিত্তে ২০টি জেলার মধ্যে ইতোমধ্যে ১৮টি জেলায় কর্মশালা শেষ হয়েছে। ০২টি জেলায় উক্ত কর্মশালা চলমান রয়েছে।

২৫। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট কর্তৃক আয়োজিত শিক্ষার মানোন্নয়নে বিভাগ ওয়ারী কর্মশালার সমন্বিত সুপারিশমালা:

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট কর্তৃক ৭টি বিভাগে শিক্ষার মানোন্নয়নে কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত সুপারিশমালা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

২৫.১। মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার মানোন্নয়নে কর্মশালার সমন্বিত সুপারিশসমূহ:

১. মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য কোন স্বতন্ত্র অধিদপ্তর নেই। প্রাথমিক ও কারিগরি স্তরের জন্য আলাদা অধিদপ্তর রয়েছে। এমনকি মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য সম্প্রতি পৃথক অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ফলে এই সমস্ত অধিদপ্তরের কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষা প্রশাসনের কাজের গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে আলাদা করে স্বতন্ত্র মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর গঠন করা যেতে পারে ।

২. শিক্ষা প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণ করে কিছু কিছু দায়িত্ব অঞ্চল ভিত্তিক ন্যস্ত করলে সমস্যা সমাধানে দীর্ঘসূত্রিতা ও অর্থের অপচয় রোধ হবে। প্রতিটি জেলায় একটি উপ-পরিচালকের অফিস ও উপজেলায় একটি সহকারী পরিচালকের অফিস স্থাপন করা যেতে পারে।

৩. শিক্ষক নিয়োগে স্বতন্ত্র কর্মকমিশন প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

৪. প্রত্যেক উপজেলায় পাবলিক পরীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য স্বতন্ত্র পরীক্ষার হল কাম অডিটোরিয়াম নির্মাণ করা যেতে পারে। পাবলিক পরীক্ষাসমূহের জন্য অধিকাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পড়ালেখায় বিঘ্ন ঘটে। সরকার ও শিক্ষাবোর্ডসমূহের যৌথ উদ্যোগে প্রতিটি উপজেলায় স্থায়ী পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করার মাধ্যমে মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে শ্রেণির কার্যক্রমকে সমুন্নত রাখা সম্ভব হবে।

৫. কলেজ পর্যায়ের শিক্ষকদের পদোন্নতি প্রক্রিয়া সহজ এবং ৫ থেকে ৬ বছর পরপর পদোন্নতি হলেও সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ২৫ থেকে ৩০ বছর একই পর্যায়ে চাকুরী করার পর একই পদে থেকে অবসরে যেতে হয়। যথাসময়ে মাধ্যমিক শিক্ষকদের পদোন্নতি দিয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের বৈষম্য হ্রাস করা যেতে পারে।

৬. মেধাবীদের এই শিক্ষকতা পেশায় আকৃষ্ট করার জন্য শিক্ষকদের জন্য আলাদা বেতন স্কেল, দক্ষ ও মেধাবী শিক্ষকদের জন্য জাতীয়, বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পুরস্কার ও প্রণোদনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকদের পুরস্কৃত করলে অন্যান্য শিক্ষকরা তাদের পেশাগত উন্নয়নে সচেষ্ট থাকবেন।

৭. স্কুল ডায়েরি প্রবর্তন করা যেতে পারে। স্কুল ডায়েরি প্রবর্তন করলে শিক্ষকদের কর্মদক্ষতার উন্নয়ন ও শিক্ষার মানোন্নয়নে সহায়ক হবে।

৮. বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় পাস নম্বর ৪০ থেকে বাড়িয়ে ৫০ নম্বর করা যেতে পারে এবং জেলা প্যানেল তৈরি করে মেধার ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যেতে পারে।

৯. শিক্ষা প্রশাসনকে ই-গভর্নেন্সের আওতায় নিয়ে আসার মাধ্যমে শিক্ষা প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যেতে পারে।

১০. শিক্ষার্থী শিক্ষক অনুপাত ৩০ঃ ১ করার মাধ্যমে শিখন-শেখানো কার্যক্রম ফলপ্রসূ করা যেতে পারে।

১১. শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য মেধা, বয়স ও শ্রেণি উপযোগী কারিকুলাম প্রণয়ন এবং যথাসম্ভব পাঠ্য-বইয়ের বোঝা কমাতে হবে। ২০১০ সালের কারিকুলাম মোতাবেক ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের উপর আরো অতিরিক্ত চারটি বই চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। বর্তমানে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণিতে বইয়ের সংখ্যা ১৩টি।

১২. কোচিং সেন্টার ও প্রাইভেট সেন্টার বন্ধের জন্য সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

১৩. শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান অপরিহার্য। ইনসার্ভিস প্রফেশনাল ট্রেনিং ও রিফ্রেসার্স কোর্স শিক্ষকদের দক্ষতাকে শাণিত করে এতে সন্দেহ নেই। তাই এরকম প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা যেতে পারে। অঞ্চল ভিত্তিক ক্লাস্টার গঠন করে শিক্ষকদের মধ্যে পিয়ার লার্নিং ও Collaborative Learning এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৪. অধিকাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এখনো ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করা হয়নি। জরুরী ভিত্তিতে বিদ্যালয়সমূহে ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করা যেতে পারে।

১৫. মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের নিম্নোক্ত প্রয়োজনীয় ডিজিটাল দক্ষতাসমূহ এবং ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার করার দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।
* অনলাইন টুলস ব্যবহারকরণ;
* ডিজিটাল অডিও ও ডিজিটাল ছবি তৈরি ও সম্পাদন করার দক্ষতা;
* ভিডিও সংগ্রহ প্রদর্শন করার দক্ষতা;
* বিভিন্ন ধরনের প্রেজেন্টেশন তৈরি ও শেয়ার করার দক্ষতা;
* অনলাইনে বিনামূল্যে প্রাপ্ত ছবির ভাণ্ডার খোঁজ করা ও প্রিন্ট করার দক্ষতা;
* শিক্ষার্থীদের জন্য সহজ ও নিরাপদ অনলাইন শিক্ষামূলক উপকরণের উৎস নির্দিষ্ট করার দক্ষতা;
* অনলাইনে কাজ করার সময় বিশেষ নিরাপত্তা গ্রহণ করার দক্ষতা, সামাজিক ওয়েবসাইট ব্যবহার করে আন্তঃযোগাযোগের দক্ষতা;
* ফাইল শেয়ারিং টুলস ব্যবহার করে অনলাইনে বিভিন্ন ধরনের ডকুমেন্ট আদান প্রদান করার দক্ষতা
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের "এ টু আই" প্রকল্প এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে প্রতিটি স্কুলের একজন কম্পিউটার শিক্ষক বা কম্পিউটার জানা শিক্ষককে এসব ডিজিটাল দক্ষতাসমূহের বিষয়ে প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৬. পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার করে বহুনির্বাচনী পরীক্ষা বাদ দিয়ে শুধুমাত্র সৃজনশীল পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৭. নিয়মিত জাতীয়, বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ডিজিটাল শিক্ষা মেলা ও শিক্ষা উপকরণ মেলার আয়োজন করা যেতে পারে।

১৮. আইসিটি বিষয়ে শিক্ষকের পদ সৃষ্টি ও দ্রুত নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। এছাড়া সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চারু ও কারুকলা, কর্মমূখী শিক্ষা, শারীরিক শিক্ষা বিষয়ক শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা যেতে পারে।

১৯. অধিকাংশ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিজ্ঞানাগার ও লাইব্রেরি নেই। ক্লাস রুটিনে ব্যবহারিক ক্লাস থাকে না বললেই চলে। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে একটি করে সমৃদ্ধ পাঠাগার ও বিজ্ঞানাগার নির্মাণ করা যেতে পারে। শিক্ষার্থীদের মাঝে পাঠাগার ব্যবহারের আগ্রহ সৃষ্টি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

২০. বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করার নিমিত্ত বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের বিশেষ উপবৃত্তির প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

২১. শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা ও দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধকরণের নিমিত্ত প্রচলিত স্কাউটিং ব্যবস্থাকে আরো বেগবান ও শক্তিশালী করা যেতে পারে। এজন্য প্রত্যেক উপজেলা এবং জেলায় স্কাউট ভবন নির্মাণ করা এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থীর স্কাউটিং বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে।

২২. ঝরে পড়া রোধে চর, পাহাড়ী ও হাওড় অঞ্চলগুলোতে বিশেষ স্কুল স্থাপনের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়া যেতে পারে।

২৩. মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে যথারীতি একাডেমিক সুপারভিশন চালু করা যেতে পারে ।

২৪. অধিকাংশ বিদ্যালয়ে বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কার্যকর হচ্ছে না। বিদ্যালয়ে বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন নিশ্চিতকরণ এবং কার্যকর করা যেতে পারে।

২৫. সহশিক্ষা কার্যক্রম: অধিকাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য সহশিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ নেই। শিক্ষার্থীদের মেধা ও মনন বিকাশে প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক চর্চা ও প্রতিযোগিতার আয়োজন বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে। শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বৃদ্ধিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিতর্ক, উপস্থিত বক্তৃতা, আবৃত্তি, গান ইত্যাদি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের জন্য সপ্তাহে একটি ক্লাস রাখা যেতে পারে। সকল জাতীয় দিবসগুলো যথাযোগ্য মর্যাদা ও বিপুল উৎসাহের সঙ্গে পালন নিশ্চিত করা যেতে পারে। প্রতি শিক্ষাবর্ষেই শিক্ষার্থীদের লেখা ও ছবি নিয়ে ম্যাগাজিন ও দেয়ালিকা প্রকাশ করা যেতে পারে ।

২৬. প্রতিটি উপজেলায় কমপক্ষে একটি স্কুল জাতীয়করণ করে মডেল স্কুল হিসেবে গড়ে তোলা যেতে পারে।

২৭. এমপিও কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ করা যেতে পারে। এমপিওভুক্তির জন্য শিক্ষক কর্মচারীদের দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়।

২৮. বেসরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শিক্ষক নিয়োগ কমিটির সদস্যবৃন্দ শিক্ষক নিয়োগে সুপারিশ করলেও ম্যানেজিং কমিটির নিকট শিক্ষক নিয়োগ মনঃপুত না হলে তারা নিয়োগ বাতিল করে। বিদ্যালয়ে ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডিকে বেসরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষক/কর্মচারী নিয়োগে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে না রেখে এ ক্ষেত্রে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে জেলা প্রশাসক ও ক্ষেত্রবিশেষে বিভাগীয় কমিশনারকে রাখা যেতে পারে। এছাড়া বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির মেয়াদ ৩ বছর করা যেতে পারে ।

২৯. শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন করা যেতে পারে।

২৫.২: মাদ্রাসা শিক্ষার মানোন্নয়নে বিভাগওয়ারী কর্মশালার সমন্বিত সুপারিশসমূহ

১. শিক্ষক ও কর্মচারীদের ইনক্রিমেন্ট, চিকিৎসা ভাতা এবং উৎসব ভাতা সরকারি শিক্ষকদের ন্যায় প্রদান করা যেতে পারে।

২. নন এমপিওভুক্ত মাদ্রাসাসমূহকে এমপিওভুক্ত করার বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

৩. মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের আঞ্চলিক অফিস স্থাপন বিভিন্ন বিভাগ ও জেলায় যেতে পারে।

৪. মাদ্রাসা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য বিভাগীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন করা যেতে পারে।

৫. স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলোর অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য আর্থিক বরাদ্দ প্রদান করা যেতে পারে।

৬. ইবতেদায়ী স্তরের শিক্ষকদের আবশ্যকীয়ভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে এবং এ লক্ষ্যে ইবতেদায়ী স্তরের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য আলাদা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন করা যেতে পারে।

৭. মাদ্রাসা শিক্ষার জেন্ডার সমতা অর্জনের জন্য এবং ছাত্রীদের ভর্তির হার বৃদ্ধিকরণে প্রতিটি উপজেলায় অন্তত: একটি করে মহিলা দাখিল মাদ্রাসা স্থাপন করা যেতে পারে।

৮. দাখিল স্তরে ইতোমধ্যে সৃষ্ট সহকারি গ্রন্থাগারিক পদে নিয়োগ প্রাপ্ত সহকারি গ্রন্থাগারিকদের এমপিওভুক্তি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৯. সাধারণ শিক্ষার নিম্নমাধ্যমিকের ন্যায় জুনিয়র দাখিল স্তরে (ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত) মাদ্রাসাসমূহকে মাদ্রাসা বোর্ড কর্তৃক পাঠদানের অনুমতি ও স্বীকৃতি প্রদান এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১০. মাদ্রাসার মাধ্যমিক স্তরে কর্মরত সহকারি মৌলভীদের বিএড প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ, বিএড বেতন স্কেল চালু করা এবং কামিল পাস সহকারি মৌলভীদের উচ্চতর স্কেলে বেতন প্রদান করা যেতে পারে ।

১১. ফাযিল ও কামিল মাদ্রাসার জন্য জরুরী ভিত্তিতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া প্রস্তাবিত জনবল কাঠামো অনুমোদনপূর্বক তা অনুসারে অনতিবিলম্বে শিক্ষক এবং কর্মচারীদের এমপিওভুক্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১২. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া কর্তৃক যে ৩১টি মাদ্রাসায় ফাযিল, স্নাতক অনার্স কোর্স চালু করা হয়েছে তাতে বর্তমানে ১ম বর্ষ থেকে ৪র্থ বর্ষ পর্যন্ত চারটি সেশনের শিক্ষার্থীরা নিয়মিত অধ্যয়ন করছে । এ ৩১টি মাদ্রাসায় অন্ততপক্ষে চারজন করে শিক্ষক নিয়োগ আনুমোদন ও এমপিওভুক্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে ।

১৩. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া কর্তৃক যে ৩১টি মাদ্রাসায় ফাযিল, স্নাতক (অনার্স) কোর্স চালু করা হয়েছে সে মাদ্রাসাসমূহে অবকাঠামো উন্নয়ন ও একাডেমিক ভবন নির্মাণের জন্য একটি বিশেষ প্রকল্প গ্রহণপূর্বক অনতিবিলম্বে এই ৩১টি মাদ্রাসায় ভবন নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৪. দারিদ্র্যপীড়িত অঞ্চলসমূহের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঝরে পড়া রোধকল্পে শিক্ষার্থীদের নাস্তা দেয়া হচ্ছে। অনুরুপভাবে দারিদ্র্যপীড়িত অঞ্চলসমূহের ইবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের নাস্তা দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৫. দাখিল ও আলিম স্তরে ব্যবসা শিক্ষা বিভাগ এবং ফাযিল স্তরে বিজ্ঞান ও কৃষি শিক্ষা চালু করা যেতে পারে।

১৬. বেশিরভাগ মাদ্রাসায় ডিজিটাল ল্যাব নেই। ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন এবং তা নিয়মিত মনিটরিং এর ব্যবস্থায় আনা যেতে পারে।

১৭. অধিকাংশ মাদ্রাসায় বিজ্ঞান বিভাগ নেই। এজন্য বিজ্ঞান বিভাগবিহীন মাদ্রাসায় বিজ্ঞান বিভাগ খোলার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৮. বিটিভির মাধ্যমে বিদ্যালয়ের অনুরূপ মাদ্রাসা পর্যায়ের পাঠদান কার্যক্রম সম্প্রচার করা যেতে পারে। এতে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়বে।

১৯. প্রত্যেক মাদ্রাসায় আয়ার পদ থাকা প্রয়োজন। মাদ্রাসাসমূহে আয়ার পদ সৃজনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

২০. সকল মাদ্রাসায় স্টুডেন্ট কাউন্সিল কার্যক্রম জোরদার করা যেতে পারে ফলে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বগুণ ও বহুমুখী ব্যবহারিক জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে।

২৫.৩: কারিগরি শিক্ষার মানোন্নয়নে বিভাগওয়ারী কর্মশালার সমন্বিত সুপারিশসমূহ

১. "জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি" বাস্তবায়নে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে ।

২. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার মান নির্ধারণের লক্ষ্যে প্রণীত National Technical and Vocational Qualification Framework (NTVQF) এর আইনগত ভিত্তি প্রদান করা যেতে পারে।

৩. সরকারি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষকদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানসহ জনবল কাঠামো পরিবর্তন করে শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা করা যেতে পারে।

৪. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত কার্যক্রম শুরু করা যেতে পারে ;

ক. প্রতিটি উপজেলায় টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপন করা যেতে পারে।

খ. প্রতিটি জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন করা যেতে পারে।

গ. উচ্চশিক্ষার দ্বার অবাধ না করে কারিগরি শিক্ষার সুযোগ অবাধ করা যেতে পারে।

ঘ. সরকারি/বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৫. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সকল সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের জন্য উপবৃত্তি চালু করা যেতে পারে।

৬. বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড সম্প্রসারণ ও বিভাগভিত্তিক কারিগরি শিক্ষাবোর্ড এর আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন করা যেতে পারে।

৭. বিভাগভিত্তিক কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর ডাটাবেজ তৈরি ও জবপ্লেসমেন্ট সেল স্থাপন করা যেতে পারে।

৮. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি ও জনগণের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে ।

৯. শিল্পকারখানার বাস্তব চাহিদানুযায়ী কোর্স কারিকুলাম চালু করা যেতে পারে ।

১০. ছাত্রছাত্রীদের আধুনিক যন্ত্রপাতির সাথে পরিচিত করাতে শিল্প কারখানায় সফর বৃদ্ধি করা যেতে পারে। ছিন্নমূল দরিদ্র শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে (সুনির্দিষ্ট %) সংযুক্ত করে কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ করে তাদের আয় ও শিক্ষা একই সাথে চালানোর ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

১১. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি ও ল্যাব সুবিধা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। সরকারি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মাল্টিমিডিয়া ক্লাস নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১২. প্রাইভেট কারিগরি প্রতিষ্ঠানগুলিতে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা করা যেতে পারে ।

১৩. শিক্ষকদের জন্য আলাদা নিয়োগ কমিশন ও স্বতন্ত্র বেতন স্কেল চালু করা করা যেতে পারে, ফলে মেধাবী শিক্ষকগণ এ পেশায় আসতে আগ্রহী হবেন।

২৫.৪: কলেজ শিক্ষার মানোন্নয়নে বিভাগওয়ারী কর্মশালার সমন্বিত সুপারিশসমূহ

ক. শিক্ষক সংকট

সরকারি কলেজে শিক্ষক সংকট রয়েছে। জনবল কাঠামো/পদবিন্যাস/অর্গানোগ্রামে যে পরিমাণ বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক থাকার কথা বাস্তবে সে পরিমাণ শিক্ষক নেই। সরকারি কলেজে শূন্যপদ পূরণ করা যেতে পারে ।

খ. ডিজিটালাইজডকরণ

১। প্রশাসনিক কার্যক্রম ডিজিটালাইজড করার জন্য নিম্নোক্ত উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে ;

i. Interactive Website & Database তৈরির মাধ্যমে অনলাইন ভর্তি প্রক্রিয়া চালু করা;
ii. অনলাইনে বিভিন্ন Notice প্রদান;
iii. শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মচারীদের ডাটাবেজ তৈরি;
iv. অনলাইনে শিক্ষার্থীদের বেতন আদায় এবং প্রশংসাপত্র অনলাইনে প্রদানের ব্যবস্থা করা;
v. শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ই-মেইল আইডি খোলা;
vi. Database ব্যবহার করে ফলাফল তৈরি ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ;
vii. অনলাইনে ফরম পূরণ;
viii. কলেজের হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ;
ix. প্রতিষ্ঠানের Accounts System ডিজিটালাইজডকরণ;
x. কলেজে E-Library Management System চালু করা।

২। প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে Interactive Website তৈরি এবং Database MIS থাকা দরকার। Interactive Website এবং Database MIS ব্যবস্থাপনার জন্য আইটি বিষয়ে পারদর্শী একজন শিক্ষকের নেতৃত্বে একটি আইটি সেল স্থাপন করা যেতে পারে। সেলে একজন সহকারী প্রোগ্রামার নিয়োগ করা যেতে পারে যিনি প্রতিনিয়ত প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট ব্যবহারে আগ্রহী থাকবেন সেজন্য এর সুবিধাদি ও ব্যবহারবিধি সম্পর্কে ধারণা দেয়ার জন্য ঘন ঘন আইটি বিষয়ের উপর ট্রেনিং ও ওয়ার্কশপের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

৩। শিক্ষক-কর্মচারী সকলেই যাতে প্রতিষ্ঠানের Website এবং Database MIS সহজ ও ব্যাপক ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানে নিজস্ব LAN প্রতিষ্ঠা ও দ্রুতগতির ইন্টারনেট সার্ভিস প্রবর্তন ও Wifi Zone গড়ে তোলা যেতে পারে। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ যাতে Website এর সুবিধা ও অধিকতর জ্ঞানলাভের জন্য Internet ব্যবহারের সুযোগ পায় সে জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। এ লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের আইটি ট্রেনিং সেল প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

৪। শিক্ষক-কর্মচারী এবং শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আইটি বিষয়ে আগ্রহী করে তোলার নিমিত্ত শিক্ষাদান ও গ্রহণে Presentation Basic Software Courses: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint অগ্রাধিকার প্রদান করা যেতে পারে।

৫। পর্যায়ক্রমে সকল কলেজে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা যেতে পারে। মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা যেতে পারে। পর্যায়ক্রমে সকল কলেজ শিক্ষককে মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্ট তৈরি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে। মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমের ইলেক্ট্রনিক ডিভাই সচল রাখার জন্য একটা ট্রাবলশুটার গ্রুপ গড়ে তোলা যেতে পারে। এক্ষেত্রে কম্পিউটারের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়সমূহ থেকে শিক্ষক নির্বাচন করে তাদের জন্য হার্ডওয়্যার ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৬। উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়কে ফলপ্রসূ করার জন্য অতিসত্ত্বর প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইসিটি ল্যাব খোলা যেতে পারে। আইসিটি ল্যাবে অনলাইন ইন্টারনেট ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যেতে পারে।

৭। শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সেবাগ্রহণকারী শিক্ষার্থী/অভিভাবককে সরবরাহের নিমিত্তে একটি Information Centre স্থাপন করার মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত সেবাগ্রহণকারীদের মাঝে প্রদান করা যেতে পারে। এছাড়া Class Lecture এর ডিজিটাল Archive গঠন করতে কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৮। শিক্ষকগণ Internet এর মাধ্যমে বিভিন্ন গ্লোবাল শিক্ষক কমিউনিটির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে লব্ধ জ্ঞানকে শাণিত করতে পারেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় ওয়েব পোর্টালের শিক্ষক বাতায়নের সাথে সংযুক্ত হয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষকগণও শিক্ষা উপকরণ আদান-প্রদান করতে পারেন। শিক্ষকগণ শিক্ষামূলক ব্লগ তৈরীর মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষের বাইরেও শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ ও মিথস্ক্রিয়ার পটভূমি প্রস্তুত করতে পারেন।

গ. একাডেমিক ক্যালেন্ডার ও কোর্স প্লান প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন

১। প্রতিটি শ্রেণির জন্য একটি একাডেমিক ক্যালেন্ডার ও কোর্স প্লান প্রণয়ন করে তা website এ দেয়া যেতে পারে। একাডেমিক ক্যালেন্ডার ও কোর্স প্লান অনুযায়ী ক্লাস পরিচালনাসহ বিভিন্ন পরীক্ষা কখন, কিভাবে এবং পরীক্ষার সময় ও মানবন্টনসহ প্রাসঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে অবহিত করা যেতে পারে। এছাড়াও ক্যালেন্ডারের বাইরে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে বছরের বিভিন্ন সময় তা শিক্ষার্থীদের অবহিত করা। যেমন : পুস্তক পরিচয়, অ্যাসাইনমেন্ট গ্রহণ, ক্লাস পরীক্ষা, হোম ওয়ার্ক, সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি ইত্যাদি।

২। প্রতিটি শ্রেণির জন্য একজন শিক্ষককে সমন্বয়কের দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে।

৩। কোর্স প্লানের প্রতি অধ্যায়ের বিপরীতে মোট কাসসমূহকে প্রতিটি ক্লাসের জন্য উপযোগী Lesson Plan তৈরি করে সে অনুযায়ী ডিজিটাল Content তৈরিপূর্বক Power Point এর মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করা যেতে পারে।

৪। শিক্ষকগণের মধ্যে ক্লাস বণ্টনসহ ক্লাস রুটিন website এ প্রকাশ করে শিক্ষার্থীদের জানানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

ঘ. শ্রেণিকক্ষে ফলপ্রসূ পাঠদান

১। শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষাকার্যক্রমকে ফলপ্রসূ করতে শ্রেণির মোট শিক্ষার্থীদের কয়েকটি গ্রুপে ভাগ করে প্রতি গ্রুপে একজন শিক্ষককে গ্রুপের তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ প্রদান, উপস্থাপন (Presentation), পুস্তক পরিচয়, গ্রুপভিত্তিক আলোচনা, অ্যাসাইনমেন্ট ইত্যাদির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

২। পরীক্ষায় ভাল নম্বর/গ্রেড প্রাপ্তির জন্য প্রশ্নের উত্তর লেখার কৌশল, উপস্থাপনা, প্রশ্ন নির্বাচন, শব্দ চয়ন, বানানরীতি (বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা) প্রয়োজনীয় গ্রাফ, চার্ট, চিত্রসহ উত্তর প্রদানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ শিক্ষার্থীদের অবহিত করাসহ প্রতিটি বড় এবং ছোট প্রশ্নের উত্তর প্রদানে প্রাপ্য সময় সম্পর্কে সচেতন করা যেতে পারে।

৩। সকল শ্রেণিকক্ষে Multimedia Projector সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করা যেতে পারে। শিক্ষকগণ Contents Development এর মাধ্যমে অর্থাৎ আধুনিক Digital প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিষয়ভিত্তিক সর্বশেষ তথ্য সমৃদ্ধ Audio-Video উপস্থাপনার মাধ্যমে আকর্ষণীয় লেকচার প্রস্তুত এবং শ্রেণিকক্ষে পরিবেশন করবেন।

৪। ক্লাসের শেষ পর্যায়ে অন্তত ১০ মিনিট ফলাবর্তন (Feed back) এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ফলাবর্তনের (Feedback) ক্ষেত্রে শিক্ষকগণ ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করবেন।

৫। সৃজনশীলতা বৃদ্ধিকল্পে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট গ্রুপে বিভক্ত করে পাঠ্যবই ও সমসাময়িক বিষয়ের উপর আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি ও প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে তাদের Group Presentation এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে ।

ঙ. প্রতিষ্ঠান প্রধানের দায়িত্ব

১। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে প্রত্যেক শিক্ষকের উপস্থিতি নিশ্চিত করার দায়িত্ব প্রতিষ্ঠান প্রধানের। এক্ষেত্রে যেমন প্রতিষ্ঠান প্রধানকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা যেতে পারে, তেমনিভাবে কলেজ প্রশাসনের নিকট কলেজের সংশ্লিষ্ট সবাইকে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের জন্য একটি কার্যকরী ও স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রতিষ্ঠান প্রধান সার্বক্ষণিক প্রতিষ্ঠানে সময় দেবেন। প্রতিষ্ঠানের সকল বিষয় সম্পর্কে অবগত থাকবেন।

২। প্রতিষ্ঠানের সকল কার্যক্রম নিয়মিতভাবে মনিটরিং ও সুপারভিশন করবেন।

৩। শক্তিশালী একাডেমিক উন্নয়ন কমিটি থাকবে যেটি প্রতিষ্ঠান প্রধানের সাথে সুপারভিশন ও মনিটরিংসহ সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করবেন। একাডেমিক কার্যক্রমকে তত্ত্বাবধান করার জন্য কার্যকর Monitoring Cell গঠন করা যেতে পারে।

৪। প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে যে ভৌত অবকাঠামো বিদ্যমান আছে সেটিকে সুপরিকল্পনার আওতায় সর্বোচ্চ কাজে লাগিয়ে শিক্ষার্থীদের উন্নয়নের চেষ্টা অব্যাহত রাখা এবং প্রয়োজনে বিভিন্ন ক্লাসের সেকশন করা বা দুই শিফটে ক্লাস নেয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে ।

৫। পাঠের অগ্রগতি, উপস্থিতি, পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য করণীয় প্রভৃতি বিষয়ে বিভাগীয় সভায় পর্যালোচনা করা এবং প্রয়োজনে শিক্ষার্থী/অভিভাবক/প্রশাসনকে অবহিত করা যেতে পারে।

৬। সিলেবাস সম্পন্ন না হলে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নির্বাচনী পরীক্ষা/ ফরম পূরণের পরেও ক্লাসের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।

৭। প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে শিক্ষকদের অবাধ সুযোগ ও সহযোগিতা প্রদান। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ই-মেইল আইডি খোলার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

চ. পরীক্ষা সংক্রান্ত

১। পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য স্বতন্ত্র পরীক্ষা কক্ষ/ভবনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ স্বঅর্থায়নে উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় শহরে পরীক্ষা ভবন নির্মাণ করতে পারেন।

২। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরিতে শিক্ষা বোর্ড/জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মান ও সময় বিবেচনায় নেয়া এবং প্রশ্নপত্র পরিশোধন, পরিমার্জনের লক্ষ্যে Moderation কমিটি গঠন করা যেতে পারে। উত্তরপত্র জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এর অনুরূপ করা যেতে পারে।

৩। প্রতিটি অধ্যায়ের ক্লাস শেষ করে ক্লাস পরীক্ষা গ্রহণ ও মূল্যায়ন করা যেতে পারে। শিক্ষার্থীদের মৌখিক ও ব্যবহারিক পরীক্ষার নম্বর প্রদানে বস্তুনিষ্ঠ হওয়ার নিমিত্ত শিক্ষার্থীদের সারাবছরের কার্যক্রম বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। (যেমন: ক্লাসে উপস্থিতি, একাডেমিক ও সহশিক্ষা কার্যক্রমে পারদর্শিতা, পূর্ববর্তী পরীক্ষার ফলাফল, আচরণের সার্বিক মূল্যায়ন ইত্যাদি)।

৪। অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ফলাফল পরীক্ষা সমাপ্তির ৭ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে।

ভাল ফলাফল অর্জনকারীদের পুরস্কৃত করাসহ শতভাগ উপস্থিতি বা সন্তোষজনক উপস্থিতির ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের প্রতি মাসে বা বছরের বিভিন্ন সময় পুরস্কৃত করা যেতে পারে ।

৫ । ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষায় ভাল ফলাফল লাভের কৌশলসমূহ অবহিত করাসহ প্রয়োজনে একাধিক পূর্বপ্রস্তুতিমূলক ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষা বা ট্রায়াল ক্লাসের ব্যবস্থা করা যেতে পারে ।

৬ । শিক্ষা বোর্ড/ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যমিক/স্নাতক (পাস) পরীক্ষার পূর্ববর্তী বছরের প্রশ্নসমূহ প্রতিষ্ঠানে প্রশ্নব্যাংক আকারে সংরক্ষণ করা যেতে পারে ।

৭ । শিক্ষা বোর্ড/ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ প্রবেশপত্রের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষাসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন: প্রবেশপত্রে বিষয় কোড ও শিরোনামসমূহ উল্লেখ রাখা ।

ছ. সহশিক্ষা কার্যক্রম

১ । শিক্ষার্থীদের মেধা ও মনন বিকাশে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক চর্চা ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে। যেমন খেলাধুলা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি, নাটক মঞ্চায়ন, উপস্থিত বক্তৃতা, গান, নাচ প্রভৃতির ব্যবস্থা করাসহ প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন সাহিত্য, সাংস্কৃতিক, নাট্য, বিতর্কসহ স্বেচ্ছাসেবামূলক সংগঠনের বিকাশ ঘটানো যেতে পারে ।

২ । নবীন বরণ, বিদায় সংবর্ধনা, শিক্ষা সফর, শিক্ষা সপ্তাহ, সাংস্কৃতিক সপ্তাহ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সপ্তাহ, বিজ্ঞান মেলা ও অলিম্পিয়াড ইত্যাদির আয়োজন করা যেতে পারে ।

৩ । যে কোনো উৎসব জাঁকজমকপূর্ণভাবে উদ্‌যাপন এবং সকল জাতীয় দিবসগুলো যথাযোগ্য মর্যাদা ও বিপুল উৎসাহের সঙ্গে পালন ও উদ্‌যাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে ।

৪ । শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা বৃদ্ধিতে সপ্তাহের কোনো একদিন ২/১ ঘণ্টার জন্য সহশিক্ষা কার্যক্রমের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে ।

জ. বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিষয়ক

১ । বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা-ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো যেতে পারে । এক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের সুস্পষ্ট নির্দেশনা, মাউশি'র তত্ত্বাবধান, প্রতিষ্ঠান প্রধানগণের কার্যকরী উদ্যোগ এবং সঠিক ও সুষ্ঠু পরিকল্পনা, ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডির সর্বাত্মক সহায়তা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শক্তিশালী মনিটরিং ব্যবস্থার প্রবর্তন করা যেতে পারে । সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরনের প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিকট জবাবদিহি করবেন এবং একইভাবে প্রতিষ্ঠান প্রধানকে তাঁর কর্মস্থলের একাডেমিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতার আওতায় আনা যেতে পারে ।

২ । বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখাসহ নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনতে পারে । ম্যানেজিং কমিটি/ গভর্নিং বডির বিদ্যমান গঠন কাঠামোতে পরিবর্তন আনা যেতে পারে ।

৩ । কলেজসমূহের ওপর শিক্ষা বোর্ড/ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তদারকি জোরদার করা যেতে পারে ।

ঝ. জনপ্রতিনিধি, সুশীল সমাজ, ছাত্র ও রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক

১ । জনপ্রতিনিধি, সুশীল সমাজ, বিভিন্ন ছাত্র ও রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে ।

২ । সুশীল সমাজ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি বা সংসদ সদস্যসহ বিদ্যমান ছাত্র-সংগঠনের প্রতিটি রাজনৈতিক সংগঠনকে কলেজের মান উন্নয়নে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে ।

৩ । স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে সিনিয়র সিটিজেন, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও দানশীল ব্যক্তিবর্গকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে ।

ঞ. আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয় সৃষ্টি

প্রত্যেক প্রশাসনিক বিভাগে মাউশির অধীনে এর অর্গানোগ্রামের আদলে আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয় সৃষ্টি করা যেতে পারে। মাধ্যমিক শিক্ষার বর্তমান অফিসসমূহ আঞ্চলিক পরিচালকের অধীনে ন্যস্ত করাসহ আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়ে আইসিটির জন্য আলাদা একটি উইং স্থাপন করা যেতে পারে। শিক্ষকদের বিভিন্ন ট্রেনিংসমুহ (সৃজনশীল, আইসিটি, মাল্টিমিডিয়া, ট্রাবলশুটিং ইত্যাদি) আঞ্চলিকভাবে ত্বড়িত গতিতে সম্পাদন করা সম্ভব। এই জন্য আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়ে নিজস্ব স্থায়ী ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন করা যেতে পারে। আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়ের পক্ষে স্কুল-কলেজ সমুহের আইসিটি ল্যাব, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমসমূহ তদারকির কার্যকর ব্যবস্থা থাকবে। অনলাইনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়ের সাথে ডাইনামিক ওয়েব সাইটের মাধ্যমে সর্বদা যুক্ত থাকবে। ওয়েবসাইট সংক্রান্ত আর্থিক ব্যয় আঞ্চলিক অফিস কর্তৃক নির্বাহ করা হলে যেকোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এতে সহজে যুক্ত হতে পারবে। আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষকদের ডাটাবেজ সর্বদা হালনাগাদ করা হলে মাউশির জন্য তা খুবই সহায়ক হবে।

ট. বিবিধ

১। শিক্ষার্থীর সকল পাবলিক পরীক্ষার জন্য একটি মাত্র পরিচিতি (আইডি) নম্বরের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। একজন শিক্ষার্থীকে বারবার রেজিস্ট্রেশন করতে হয়, প্রত্যেক পরীক্ষার জন্য বারবার ফরম ফিলআপ করতে হয় এবং সম্মান শ্রেণিতে চারটি বর্ষের জন্য চারবার তাকে এ কাজগুলোই করতে হয়। এই কাজগুলোর জন্য অফিসিয়াল পারসোনাল ছাড়াও একজন শিক্ষার্থীর সময় ব্যয় হচ্ছে পাশাপাশি শিক্ষার্থীর আর্থিক ব্যয়ও হচ্ছে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের তথ্য ভাণ্ডার গড়ে তোলার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

২। কেন্দ্রীয় গ্রন্থগার ও বিভাগের গ্রন্থাগারসমূহকে শিক্ষার্থীদের চাহিদা মোতাবেক পাঠ্যবই দ্বারা সমৃদ্ধ করা যেতে পারে। দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক পত্রিকার সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে। প্রয়োজনে সান্ধ্যকালীন লাইব্রেরি চালু রাখা যেতে পারে।

৩। প্রতিষ্ঠান প্রধান ও প্রশাসন কর্তৃক মাঝে মাঝে আকস্মিক ক্লাস পরিদর্শন করাসহ প্রয়োজনে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা মাউশি'র প্রতিনিধির আকস্মিক পরিদর্শন, মনিটরিং ও সুপারভিশন নিয়মিতভাবে অব্যাহত রাখা যেতে পারে।

৪। শিক্ষার্থীর সার্বিক মান উন্নয়নে অভিভাবকদের সাথে নিয়মিত মত বিনিময় করা যেতে পারে।

৫। বিজ্ঞান শাখার পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয়বস্তুসমূহ হাতে কলমে অনুশীলন তথা গবেষণাগারভিত্তিক পাঠদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে ফলপ্রসূ ও আকর্ষণীয় করে তোলা যেতে পারে। ক্লাসে শুধু তত্ত্বীয় ধারণা দিয়ে কোনোক্রমেই ক্লাসকে আকর্ষণীয় করা যাবে না। এক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক উপকরণ ও ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্যবস্থা করে অনায়াসেই এই সীমাবদ্ধতাকে দূর করা যেতে পারে।

৬। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ও অফিসের কাজের জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। একটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয়, সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র, উত্তরপত্র বহন, বহিঃ পর্যবেক্ষক ও অন্যান্য সম্মানিত অফিসিয়াল অতিথিবৃন্দের বহন করতে যানবাহনের প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠানের স্ব-অর্থায়নে যানবাহন ক্রয়ের অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে ।

৭। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে টিউশন ও বাণিজ্যিক কোচিংকে নিরুৎসাহিত করাসহ শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে উপজেলা, জেলা ও বিভাগ পর্যায়ে একাধিক আলোচনা সভা, সেমিনার এবং মত-বিনিময়ের ব্যবস্থা করে গৃহীত সর্বসম্মত সিদ্ধান্তগুলো প্রতিপালনের জন্য প্রতিষ্ঠানকে বাধ্য করা যেতে পারে।

২৬. ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের বাজেট থেকে ব্যয় ও অবশিষ্ট টাকার হিসাব বিবরণী

কোড নং	ব্যয় খাতের বিবরণ	২০১৪-১৫ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দের পরিমাণ	১ম ও ২য় কিস্তির সংশোধিত বাজেটের বিভাজন	জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৫ অর্থবছর পযর্ন্ত খরচ	অব্যয়িত টাকার পরিমাণ
৪৫০১	অফিসারদের বেতন	২৩৫৫০০০.০০	২৪৫৬৫৭৯.৯৯	২১২৪৯৮৬.০০	৩৩১৫৯৩.৯৯
৪৬০১	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	১৬২৭৮০০.০০	১০০২৯১৮.০০	৯১৭৯৭৬.০০	৮৪৯৪২.০০
৪৭০২	প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বিশেষ ভাতা	১০৮০০০০.০০	১১৫৩০০০.০০	১০৯৩০০০.০০	৬০০০০.০০
৪৭০৫	বাড়ী ভাড়া ভাতা	১৭৬৩২২০.০০	১০২৭১৮৯.৯৯	১১৯২৫৯৩.৩২	-১৬৫৪০৩.৩৩
৪৭০৯	শ্রান্তি বিনোদন ভাতা	১৫৮৭৫০.০০	১৬১১০০.০০	১৫৩৩৮৫.৪	৭৭১৪.৬০
৪৭১৩	উৎসব ভাতা	৬৯৮১০০.০০	৭২৩৫৮৬.৬৭	৫৫৮৩০২.৬৭	১৬৫২৮৪.০০
৪৭১৭	চিকিৎসা ভাতা	১৪৩৮০০.০০	১০০২০০.০০	৭৮৭৫০.০০	২১৪৫০.০০
৪৭২৫	ধোলাই ভাতা	৪০০০০.০০	১০০০০.০০	০.০০	১০০০০.০০
৪৭৩৭	দায়িত্বভার ভাতা	৫০০০০.০০	২৫০০০.০০	০.০০	২৫০০০.০০
৪৭৫৫	টিফিন ভাতা	৫০০০০.০০	২৫০০০.০০	০৭৫.০০	১৮৯২৫.০০
৪৭৬৫	যাতায়াত ভাতা	৫০০০০.০০	২৫০০০.০০	৬০৭৫.০০	১৮৯২৫.০০
৪৭৭৩	শিক্ষা ভাতা	৮২৮০০.০০	৪৭৮০০.০০	১৫৬০০.০০	৩২২০০.০০
৪৭৯৪	মোবাইল ভাতা	১৯২০০.০০	১৯৬০০.০০	২০৪০০.০০	৮০০.০০
	প্রেষণ ভাতা	৩৮১০০০.০০	০৯৯৬৫.৯৯	৪২৪৯১৯.১০	১৮৫০৪৬.৮৯
৪৭৩৩	আপ্যায়ন ভাতা	১৮০০০.০০	১৯০০০.০০	১৮০০০.০০	১০০০.০০
৪৭০১	মর্হাঘ্য ভাতা	৮৫৮৬০০.০০	৫৯৭৪৮৬.৯৯	৪৫৮৩৯৫.১০	১৩৯০৯১.৮৯
৪৭৯৫	অন্যান্য ভাতা	৬৪৯৭৩০.০০	১০০৩৭২.৩৭	০.০০	১০০৩৭২.৩৭
৪৮০১	ভ্রমন ভাতা	৪০০০০০.০০	৪৩৬৭১৯.০০	২২৯৯৬৬.০০	২০৬৭৫৩.০০
৪৮০৫	ওভারটাইম	৫০০০০.০০	২৫০০০.০০	০.০০	২৫০০০.০০
৪৮১৫	ডাক	৫০০০০.০০	৭০০০০.০০	৬০৫১০.০০	৯৪৯০.০০
৪৮১৬	টেলিফোন/টেলিগ্রাম/টেলিপ্রিন্টার	২০০০০০.০০	৩৫১৯০৫.০০	১২৪৫০০.০০	২২৭৪০৫.০০
৪৮১৭	টেলেক্স/ফ্যাক্স/ইন্টারনেট	১০০০০০.০০	২৭৯০৮৫.০০	১০৩৬৪৯.০০	১৭৫৪৩৬.০০
৪৮১৯	পানি	৫০০০০.০০	২০০০০.০০	০.০০	২০০০০.০০
৪৮২১	বিদ্যুৎ	৪০০০০০.০০	১৮১৬১২.০০	১৫০০৭২.০	১৫৪০.০০
৪৮২২	গ্যাস ও জ্বালানী	৩০০০০০.০০	১৫০০০০.০০	৩০৫৩২.০	১১৯৪৬৮.০০
৪৮২৩	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	৫০০০০০.০০	২০০০০০.০০	০.০০	২০০০০০.০০
৪৮২৭	মুদ্রণ ও বাধাই	২০০০০০.০০	৩৩১৯৫০.০০	১৩৫৬৫০.০০	১৯৬৩০০.০০
৪৮২৮	স্টেশনারী, সিল ও স্ট্যাম্প	৪০০০০০.০০	২৭২৫৮৩.০০	৭৮৩৪৫.০০	১৯৪২৩৮.০০
৪৮২৯	গবেষণা ব্যয়	১০০০০০.০০	৫০০০০.০০	০.০০	৫০০০০.০০
৪৮৩১	বইপত্র ও সাময়িকী	১০০০০০.০০	৫৬৮৪৬.০০	১৫৭৬৩.০০	৪১০৮৩.০০
৪৮৩৩	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	২০০০০০.০০	৪৩৬১৫০.০০	২২৮২২৮.০০	২০৭৯২২.০০
৪৮৪০	প্রশিক্ষণ ব্যয়	২০০০০০.০০	৫০০০০.০০	৪১৯০০.০০	৮১০০.০০
৪৮৮২	আইন সংক্রান্ত ব্যয়	৫০০০০.০০	২৫০০০.০০	০.০০	২৫০০০.০০
৪৮৮৩	সম্মানী ভাতা/ ফি /পারিশ্রমিক	২০০০০০.০০	১০০০০০.০০	০.০০	১০০০০০.০০
৪৮৮৮	কম্পিউটার সামগ্রী	৩৫০০০০.০০	১১৬৭৮০.০০	১৮৫৭৮০.০০	-৬৯০০০.০০
৪৮৮৯	অডিট/সমীক্ষা ফি	১০০০০০.০০	৫০০০০.০০	০.০০	৫০০০০.০০
৪৮৯০	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি	১৫০০০০.০০	৫০০০০.০০	০.০০	৫০০০০.০০
৪৮৯৫	কমিটি/ মিটিং/কমিশন	১৫০০০০.০০	৭০০০০.০০	০.০০	০০০.০০
৪৮৯৯	অন্যান্য ব্যয়	৩৫০০০০.০০	১২০৩৩০.০০	১১৯৮২০.০০	৫১০.০০
৪৯০১	মোটর যানবাহন	১০০০০০.০০	৫০০০০.০০	১৮১৫২.০০	৩১৮৪৮.০০
৪৯০৬	আসবাবপত্র	১৫০০০০.০০	১০০০০০.০০	০.০০	১০০০০০.০০
৪৯১১	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	০.০০	১০০০০০.০০
৪৯৯১	অন্যান্য মেরামত ও সংরক্ষণ	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	০.০০	১০০০০০.০০
৬৩০১	অবসরভাতা ও পারিবারিক অবসর ভাতা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৬৩০২	অবসর ভাতাভোগীদের উৎসব ভাতা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৬৩১১	আনুতোষিক	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৬৫৫১	কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ	৫৬৫৫০০.০০	৫৬৫৫০০.০০	৩৪৩৮৬১.০০	২২১৬৩৯.০০
৬৮০৭	মোটর যান	২২৭৭০০০০.০০	৪৫৯১০০০.০০	৪৪১১৭৪৫.৩৯	১৭৯২৫৪.৬১
৬৮১৫	কম্পিউটার যন্ত্রাংশ	৭০০০০০.০০	১৭৪২১০০.০০	৪৪৪৪৩৫.০০	১২৯৭৬৬৫.০০
৬৮১৯	অফিস সরঞ্জাম	২০০০০০.০০	৬৩৯৯০০.০০	৮৯৭৬৫.০০	৫৫০১৩৫.০০
৬৮২১	আসবাবপত্র	৩০০০০০.০০	৩৫২২৪০.০০	১৭৪৫৭০.০০	১৭৭৬৭০.০০
৬৮২৩	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম	১০০০০০.০০	৩০০০০০.০০	০.০০	৩০০০০০.০০
৭৪০১	গৃহ নির্মান অগ্রিম	৫০০০০০.০০	২০০০০০.০০	০.০০	২০০০০০.০০
৭৪০৩	কম্পিউটার অগ্রিম	২০০০০০.০০	১০০০০০.০০	০.০০	১০০০০০.০০
৭৪১১	মোটর গাড়ী অগ্রিম	২০০০০০.০০	১০০০০০.০০	০.০০	১০০০০০.০০
৭৪২১	মোটর সাইকেল অগ্রিম	১০০০০০.০০	১৫০০০০.০০	০.০০	১৫০০০০.০০
		৪০৭১১৫০০.০০	**২০৬৩৮৫০০.০০**	**১৪০৫৫৭০০.৯৮**	**৬৫৮২৭৯৯.০২**

শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে করণীয় শীর্ষক বিভাগীয় কর্মশালা ২০১৫

১৩ মে, ২০১৫ খ্রিঃ তারিখে ঢাকা বিভাগে শিক্ষার মানোন্নয়নে করণীয় শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন শিক্ষা সচিব জনাব মো. নজরুল ইসলাম খান ও প্রফেসর ফাহিমা খাতুন, মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর। সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ নূরুল আমিন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

১৭ জানুয়ারি, ২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সিলেট বিভাগে অনুষ্ঠিত শিক্ষার মানোন্নয়নে করণীয় শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করছেন জনাব আবদুস সোবহান সিকদার, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব। উপস্থিত আছেন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মোঃ নূরুল আমিন; বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট জনাব সাজ্জাদুল হাসান, জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম, জেলা প্রশাসক, সিলেট ও অন্যান্য সুধীজন। সভাপতিত্ব করেন জনাব জাহাঙ্গীর কবীর, জেলা শিক্ষা অফিসার, সিলেট।

জেলা পর্যায়ে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার কারণ ও রোধকল্পে করণীয় শীর্ষক কর্মশালা ২০১৫

২৯ মে, ২০১৫ খ্রিঃ তারিখে গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত "ঝরে পড়া রোধে করণীয়" শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন জনাব মো: নূরুল আমিন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট; বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন জেলা প্রশাসক, গোপালগঞ্জ ও অন্যান্য সুধীজন।

১৩ জুন, ২০১৫ খ্রিঃ তারিখ নীলফামারী জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত "ঝরে পড়া রোধে করণীয়" শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন জনাব মো: নূরুল আমিন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট; বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন জনাব মো: জাকীর হোসেন, জেলা প্রশাসক, নীলফামারী ও অন্যান্য সুধীজন।

০৬ জুন, ২০১৫ খ্রিঃ তারিখে কুষ্টিয়া জেলার সার্কিট হাউজে অনুষ্ঠিত "ঝরে পড়া রোধে করণীয়" শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন জনাব মোঃ নূরুল আমিন, ব্যবস্থপনা পরিচালক, (অতিরিক্ত সচিব) প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট; বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন জনাব সৈয়দ বেলাল হোসেন, জেলা প্রশাসক কুষ্টিয়া ও অন্যান্য সুধীজন।

০৬ জুন, ২০১৫ খ্রিঃ তারিখ কুষ্টিয়া জেলার সার্কিট হাউজে অনুষ্ঠিত "ঝরে পড়া রোধে করণীয়" শীর্ষক কর্মশালায় প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), জনাব মোঃ নূরুল আমিন ট্রাস্ট কর্তৃক নারী শিক্ষার উপর ছাপানো পোস্টার দেখাচ্ছেন কর্মশালায় উপস্থিত সুধীজনদের।

২১ আগষ্ট ২০১৫ খ্রিঃ তারিখ জামালপুর জেলার সার্কিট হাউজে অনুষ্ঠিত "ঝরে পড়া রোধে করণীয়" শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়; বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন জনাব মোঃ নূরুল আমিন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, জেলা প্রশাসক জামালপুর ও অন্যান্য সুধীজন।

২১ আগষ্ট, ২০১৫ তারিখে জামালপুর জেলার সার্কিট হাউজে অনুষ্ঠিত "ঝরে পড়া রোধে করণীয়" শীর্ষক কর্মশালার সমাপনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন জনাব মোহাম্মদ মেজবাহউদ্দিন সিনিয়র সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ; বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন জনাব মোঃ নূরুল আমিন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, জেলা প্রশাসক জামালপুর ও অন্যান্য সুধীজন।

বাল্যবিবাহ রোধে শিক্ষার্থীদের সাথে মতবিনিময় সভা

০২ মে, ২০১৫ খ্রিঃ তারিখ চাঁদপুর জেলার অন্তর্গত শোল্লা স্কুল এন্ড কলেজ, ফরিদগঞ্জ এ আয়োজিত বাল্যবিবাহ রোধে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করছেন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মোঃ নূরুল আমিন।
সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ আরিফুর রহমান, অধ্যক্ষ, শোল্লা স্কুল এন্ড কলেজ, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর।

০২ মে, ২০১৫ খ্রিঃ তারিখ চাঁদপুর জেলার অন্তর্গত শোল্লা স্কুল এন্ড কলেজ, ফরিদগঞ্জ এ আয়োজিত বাল্যবিবাহ রোধে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করছেন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মোঃ নূরুল আমিন।
সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ আরিফুর রহমান, অধ্যক্ষ, শোল্লা স্কুল এন্ড কলেজ, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর।

স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ে উপবৃত্তি বিতরণ

০১ মে, ২০১৫ খ্রি: চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে উপবৃত্তি বিতরণের চেক প্রদান করছেন মাননীয় সংসদ সদস্য ড. মোহাম্মদ শামছুল হক ভূঁইয়া। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মো: নূরুল আমিন ও অন্যান্য সুধীজন।

২৭ এপ্রিল, ২০১৫ খ্রি: তারিখে সরকারি হরগঙ্গা কলেজ, মুন্সিগঞ্জে অনুষ্ঠিত স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে উপবৃত্তি বিতরণের চেক প্রদান করছেন প্রধান অতিথি প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মো: নূরুল আমিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন প্রকল্প পরিচালক প্রফেসর মোজাম্মেল হক ও অন্যান্য সুধীজন।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর প্রকাশনা

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন জনাব মো. নজরুল ইসলাম খান, সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে তুলে দিচ্ছেন ট্রাস্ট এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব জনাব মো: নূরুল আমিন ।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট কর্তৃক নারী শিক্ষার উপর প্রকাশিত পোস্টার এডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান, মাননীয় মন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে তুলে দিচ্ছেন ট্রাস্ট এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মো: নূরুল আমিন ।

মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলার কনকসার ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে প্রকাশিত 'নারীশিক্ষার প্রসার ও বাল্যবিবাহ রোধে সচেতনতা' বিষয়ক পোস্টার প্রদর্শন করছেন বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য জনাব নূহ-উল-আলম লেলিন ও ট্রাস্ট এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মো: নূরুল আমিন

পত্রিকায় প্রকাশিত প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর কার্যক্রম:

প্রথম আলো বাংলাদেশ

কোনো শিশু স্কুলের বাইরে থাকবে না: প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক | আপডেট: ১৯:০২, এপ্রিল ২৬, ২০১৫

প্রতিটি শিশুর স্কুলে ভর্তি নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। একই সঙ্গে শিক্ষার উন্নয়নের পথে কোনো বাধা সৃষ্টি না করতে রাজনীতিকদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

আজ রোববার নিজ কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ট্রাস্ট থেকে স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে বৃত্তির চেক দেওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন। খবর বাসসের।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ছেলে ও মেয়ে কেউই স্কুলের বাইরে থাকবে না। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট তহবিলের মূলধন বাড়াতে আগামী বাজেটে আরও অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হবে। সচ্ছল ব্যক্তিদের এ ট্রাস্ট তহবিলে অনুদান দিতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে তাঁর সরকারের অবস্থানের কথা পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, এ ধরনের অনুদান কর রেয়াতের সুবিধা পাবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষা খাতকে আন্তর্জাতিকমানের সমপর্যায়ে আনতে বিগত ছয় বছরে এ খাতে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছে। এ লক্ষ্যে একটি প্রগতিশীল শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষায় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া গণিত, ভাষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ শিক্ষানীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দও দেওয়া হয়েছে।

শেখ হাসিনা বলেন, শিক্ষার জন্য স্বল্প আয়ের অভিভাবকের সন্তানদের লেখাপড়া অব্যাহত রাখতে তাদের সহায়তার প্রদানের কথা বিবেচনা করে শিক্ষা খাতে আর্থিক সহযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ জন্য শিক্ষার্থীদের নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হওয়ার আগে বিনা মূল্যে পাঠ্যপুস্তক দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছে সরকার। ২০১০ থেকে ২০১৫ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত এ খাতে ১৫৯ কোটি পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়েছে, যা বিশ্বের জন্য এক বিস্ময়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিনা মূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কেবল অভিভাবকদের বোঝা কমায়নি; একই সঙ্গে তা বিদ্যালয়ে ভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধি করে এক কোটি ৬৯ লাখে উন্নীত হতে ভূমিকা রেখেছে। পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল ৬০ দিনের মধ্যে প্রকাশেরও পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সরকারের এসব পদক্ষেপে ঝরে পড়া ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে, শিক্ষার মান বেড়েছে এবং শিক্ষার্থীরা অধ্যয়নে মনোনিবেশে উৎসাহিত হয়েছে। তিনি বলেন, শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের যতটা সম্ভব বর্তমান সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। এ জন্য পরীক্ষার ফলাফলের জন্য গ্রেডিং পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী এ ট্রাস্ট ফান্ড থেকে স্কুলে ভর্তির জন্য গরিব শিক্ষার্থী এবং দুর্ঘটনায় আহতদের আর্থিক সহায়তা দিতে তাঁর সরকারের পরিকল্পনা কথা ঘোষণা করেন।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে শিক্ষাসচিব নজরুল ইসলাম খান ও ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নূরুল আমিন বক্তৃতা করেন।

নিয়মিত প্রকাশনার ১৯ বছর

মাসিক পল্লীবার্তা

টাকার অভাবে কোন শিক্ষার্থীর পড়ালেখা বন্ধ হবেনা : শেখ হাসিনা

এ.কে.এম মোছলেহ উদ্দিন ঃ টাকার অভাবে কোন ছাত্র-ছাত্রীর পড়ালেখা বন্ধ থাকবে না। শিক্ষাই হলো দেশকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যাওয়ার প্রধান মাধ্যম। শিক্ষাই হলো আমাদের মৌলিক অধিকারের একটি। আমরা অতীতে দেখেছি টাকার অভাবে কোন কোন ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারতোনা কিংবা দূর্ঘটনায় পতিত হয়ে বিনা চিকিৎসায় পঙ্গুত্ব বরণ করে পরিবারের বোঝা হয়ে বেঁচে থাকতে হতো। তাই আমরা এই ট্রাষ্টের মাধ্যমে ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে স্নাতক (ডিগ্রি) পর্যন্ত শিক্ষা বৃত্তির পাশাপাশি স্কুলে ভর্তির জন্য এবং দূর্ঘটনায় আহত ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করছি।

গত চার বছরে এই ট্রাষ্টের মাধ্যমে ১৩ লাখ ৩৭ হাজার শিক্ষার্থীকে ২ হাজার ২৪৫ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা বৃত্তি হিসাব দেয়া হয়েছে। আমরা দেখেছি শুধু বৃত্তি চালু হওয়ার পর ছাত্রীদের উপস্থিতি বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই আমরা ছাত্রীদেরও বৃত্তির আওতায় নিয়ে এসেছি। এই ট্রাষ্ট থেকে সহায়তা করে আমাদের জাতিকে বিশ্ব দরবারে মর্যাদার আসনে নিয়ে যাওয়ার জন্য সমাজের বিত্তবানদের প্রতি বিনীতভাবে অনুরোধ করছি।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাষ্টের উদ্যোগে সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে স্নাতক পর্যায়ে বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে উপরোক্ত কথাগুলো বলেছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মাঝে আরো বক্তব্য রাখেন শিক্ষা সচিব নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাষ্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিঃ সচিব) মোঃ নুরুল আমিন।

দৈনিক
খবরপত্র
THE DAILY KHABARPATRA
ঢাকা, রোববার, ১৪ জুন ২০১৫, ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২২, ২৬ শাবান ১৪৩৬

For Rent +880167

বিস্তারিত সংবাদ

নীলফামারীতে "শিক্ষার্থী ঝড়ে পড়ার কারণ ও রোধ কল্পে করণীয়" শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালা

নীলফামারী প্রতিনিধি

"শিক্ষার্থী ঝড়ে পড়ার কারণ ও রোধকল্পে করণীয়" শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালা শনিবার নীলফামারী জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা শিক্ষা অফিসের আয়োজনে কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অতিরিক্ত সচিব মোঃ নুরুল আমিন। জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ শফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে জেলা প্রশাসক মোঃ জাকীর হোসেন ও প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের সহকারী পরিচালক উপ সচিব আব্দুল্লাহ আল মামুন বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন নীলফামারী সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এটিএম নুরুল আমিন শাহ। জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম জানান, নীলফামারী জেলার ৫৮২টি নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক এবং মাদ্রসার মধ্যে ৩২০টিতে মাল্টিমিডিয়া ক্লাশ রুমে পাঠদান করা হচ্ছে। নতুন করে আরও ৫৭টি প্রতিষ্ঠানে চলতি বছর মাল্টিমিডিয়া উপকরণ দেয়া হয়েছে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের আওতায় জেলার ৪৪৬৮জন শিক্ষার্থীর মাঝে ৬৫লাখ ৭২হাজার ২৪০টাকা উপবৃত্তি দেয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। কর্মশালায় ঝড়ে পড়ার পিছনে দারিদ্রতা প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে অর্থনৈতিক কারণে যারা শিক্ষা থেকে পিছিয়ে পড়ছে তাদের চিহ্নিত করে লেখাপাড়া অব্যাহত রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আহবান জানানো হয় এছাড়া বাল্য বিবাহ ঝড়ে পড়ার আরো একটি কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন অংশগ্রহণকারীরা। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মোঃ নুরুল আমিন বলেন, ঝড়ে পড়া রোধে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন। নারী শিক্ষার প্রসার, বাল্য বিবাহ রোধ, দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদানসহ দুর্ঘটনায় আহত শিক্ষার্থীদের ট্রাস্টের আওতায় সহযোগীতা করা হচ্ছে। প্রধান অতিথি স্ব স্ব জেলায় ঝড়ে পড়া রোধের বিভিন্ন কারণ চিহ্নিত করে আরও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে আশ্বাস দেন। যাতে করে শিক্ষা থেকে তারা কোন ভাবে পিছিয়ে না পড়ে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সাংবাদিক, জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান, শিক্ষার্থীসহ ৫০জন অংশগরহণ করেন দিনব্যাপী কর্মশালায়।

জাতীয় দৈনিক
অনুপমা
The Daily Anupoma সত্যের সন্ধানে প্রতিদিন
ডিএ ৩৭৫ ॥ ১৪ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৩৪০ ॥ ঢাকা : রোববার ১০ মে ২০১৫ ॥ ২৭ বৈশাখ ১৪২২ ॥ ২০ রজব ১৪৩৬ ॥ ৮ পৃষ্ঠা মূল্য ৫ টাকা

চাঁদপুরে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার কারণ ও রোধকল্পে করণীয় শীর্ষক কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত সচিব মোঃ নুরুল আমিন।

চাঁদপুরে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার কারণ ও রোধকল্পে করণীয় শীর্ষক কর্মশালা

হুমকি-ধমকি নয়, ভালোবাসা দিয়ে ক্লাসে শিক্ষার্থীদের ধরে রাখা সম্ভব

--------------অতিরিক্ত সচিব মোঃ নুরুল আমিন

চাঁদপুর প্রতিনিধি

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের উদ্যোগে চাঁদপুর জেলা পর্যায়ে আয়োজিত শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার কারণ ও রোধকল্পে করণীয় শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) মোঃ নুরুল আমিন।

তিনি বক্তব্যে বলেন, চাঁদপুরে এ সেমিনারে শিক্ষকদের কাছ থেকে কর্মশালার ব্যাপারে বিভিন্ন বিষয় উঠে এসেছে। শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয়কে এ বিষয়গুলো জানানো হবে। তিনি আরো বলেন, শিক্ষকের পাঠদানের উপর নির্ভর করে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাসে থাকা না থাকা। ভালো শিক্ষকের পাঠদান থেকে কোনো শিক্ষার্থীই কখনো ছুটে যায় না। ক্লাসে যাবার সময় শিক্ষকদের বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ নিয়ে যেতে হবে। এ সমস্ত উপকরণের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার ব্যাপারে বুঝাতে হবে। হুমকি-ধমকি দিয়ে শিক্ষার্থীদের ক্লাসে আনা যায় না। ভালোবাসা দিয়ে ক্লাসে শিক্ষার্থীদের ধরে রাখা সম্ভব। শিক্ষাসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রধানমন্ত্রী যে টার্গেট দিয়েছে আমরা সবাই আন্তরিক হলে সে টার্গেট অবশ্যই পুরণ করতে পারবো। জেলা প্রশাসক মোঃ ইসমাইল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোহাম্মদ নুরুল্লাহ নুরী। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক প্রফেসর সৈয়দ মোজাম্মেল হক, কুমিল্লা অঞ্চলের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা উপ-পরিচালক মনোয়ারা বেগম, জেলা শিক্ষা অফিসার শফিউদ্দিন, চাঁদপুর প্রেসক্লাবের যুগ্ম সম্পাদক সোহেল রুশদী, ফরিদগঞ্জ মজিদিয়া কামিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ডঃ একেএম মাহবুবুর রহমান, পুরাণবাজার ডিগ্রি কলেজের উপাধ্যক্ষ রতন কুমার মজুমদার, চান্দ্রা ছমাদিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক আলমগীর হোসেন, বাগাদী গণি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক মোঃ আলাউদ্দিন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ৬টি গ্রুপে শিক্ষকদের শিক্ষাদান সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরা হয়।

দৈনিক সবার কথা বলে
পটুয়াখালী বার্তা
THE DAILY PATUAKHALI BARTA
প্রকাশক ও সম্পাদক ঃ আলহাজ্ব এ্যাড. মো. তারিকুজ্জামান মনি
র্ষ ৫ ॥ সংখ্যা- ২৯০ ॥ ০৮ আগস্ট ॥ শনিবার ২০১৫ ॥ ২৪ শ্রাবণ ॥ ১৪২২ ॥ ২২ শাওয়াল ॥ ১৪৩৬ ॥ পৃষ্ঠা ৪ ॥ মূল্য- ০৩ টাকা

শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার কারণ ও রোধকল্পে করণীয় শীর্ষক দিনব্যাপি কর্মশালা

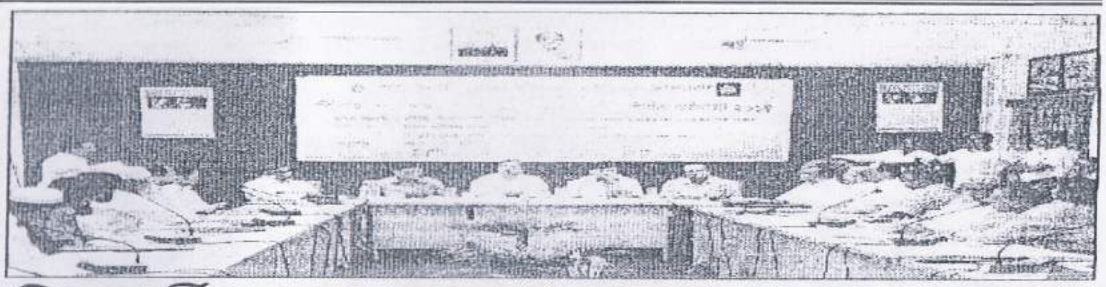

স্টাফ রিপোর্টার ঃ অর্থের অভাবে শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত দরিদ্র, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা নিশ্চিত করার নিমিত্ত দেশের স ক ল স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা/বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর উদ্যোগে জেলা পর্যায়ে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার কারণ ও রোধকল্পে করণীয় শীর্ষক দিনব্যাপি কর্মশালা পটুয়াখালীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৭ আগস্ট শুক্রবার সকাল ১০টায় পটুয়াখালী জেলা প্রশাসনের আয়োজনে দরবার হলে জেলা পর্যায়ে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার কারণ ও রোধকল্পে করণীয় শীর্ষক দিনব্যাপি কর্মশালার উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), মোঃ নুরুল আমিন। জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা রুহুল আমিন খানের সভাপতিত্বে কর্মশালায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন যুগ্ম-সচিব ও জেলা প্রশাসক অমিতাভ সরকার, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বরিশাল অঞ্চলের উপ-পরিচালক ড. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান। এছাড়া

(৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

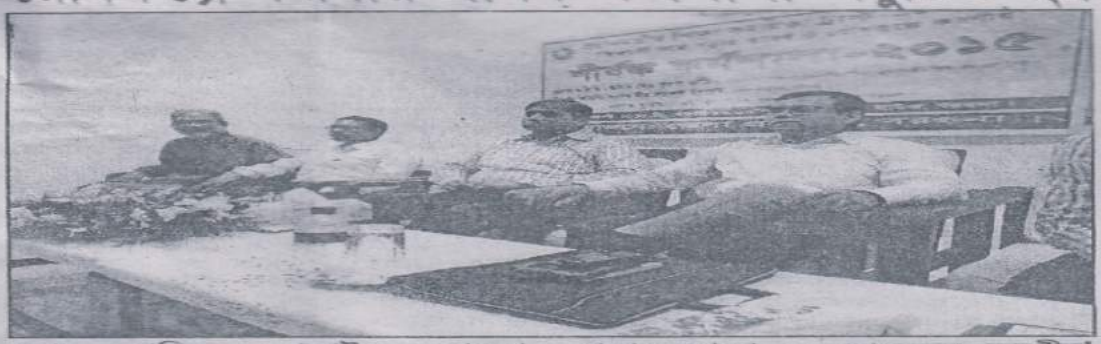

প্রকাশনার ২৩ বছর সত্যের সাহসী উচ্চারণ দৈনিক
দীপাঞ্চল
THE DAILY DIPANCHAL প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মোঃ মোশাররফ হোসেন

বরগুনায় "শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার কারণ ও রোধকল্পে করণীয় শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়

মোঃ জাকির হোসাইন, বামনা প্রতিনিধি ঃ গত শনিবার প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের উদ্যোগে বরগুনা সার্কিট হাউজে 'শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার কারণ ও রোধকল্পে করণীয়' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) মোঃ নুরুল আমিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন বরগুনা জেলা প্রশাসক মীর জহুরুল ইসলাম। কর্মশালায় সভাপতিত্ব

(৩ এর পাতায় দেখুন)

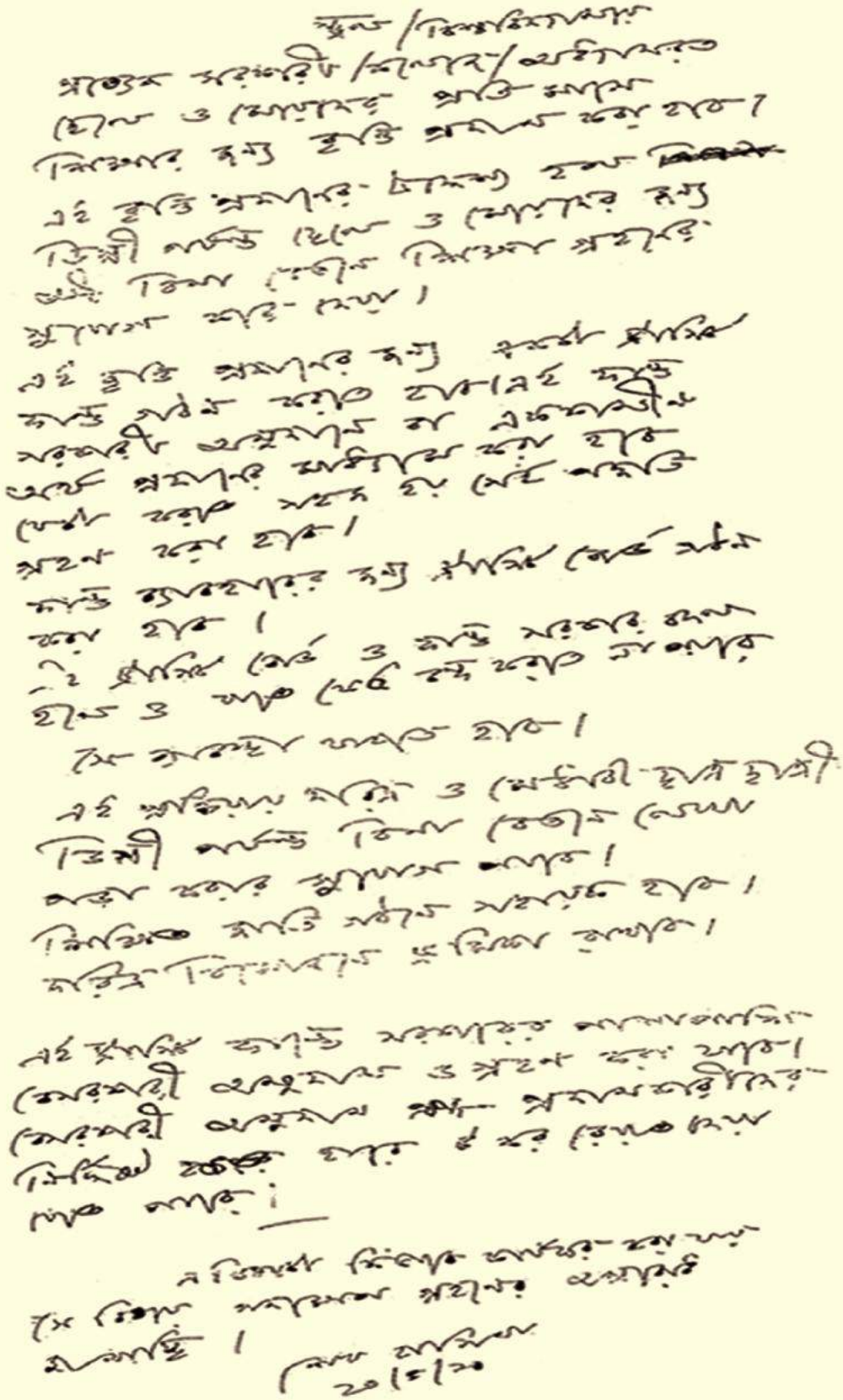

স্কুল/বিশ্ববিদ্যালয়
প্রত্যেক সরকারি/বেসরকারি/এমপিওভুক্ত
ছেলে ও মেয়েদের প্রতি মাসে
শিক্ষার জন্য বৃত্তি প্রদান করা হবে।
এই বৃত্তি প্রদানের উদ্দেশ্য হলো ~~[illegible]~~
এই বৃত্তি প্রদানের [illegible] ও মেয়েদের জন্য
ডিগ্রী পর্যন্ত ছেলে ও মেয়েদের শিক্ষা প্রদানের
[illegible] বিনা বেতনে শিক্ষা প্রদানের
সুযোগ করে দেয়া।
এই বৃত্তি প্রদানের জন্য একটি ট্রাস্টি
ফান্ড গঠন করতে হবে। এই ফান্ডে
সরকারি অনুদান বা এককালীন
অর্থ প্রদানের মাধ্যমে করা হবে
[illegible] করে [illegible] যে একটি
ফান্ড গঠন করা হবে।
ফান্ড ব্যবস্থাপনার জন্য ট্রাস্টি বোর্ড গঠন
করা হবে।
এই ট্রাস্টি বোর্ড ও ফান্ড সরকার বহন
[illegible] [illegible] করে [illegible]
হিসাব ও [illegible] হবে।
সে ব্যবস্থাই থাকতে হবে।
এই প্রক্রিয়ায় দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র ছাত্রী
ডিগ্রী পর্যন্ত বিনা বেতনে লেখাপড়া
করার সুযোগ পাবে।
শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাবে।
শিক্ষিত জাতি গঠনে সহায়ক হবে।
[illegible] শিক্ষার্থীর [illegible] কমবে।

এই ট্রাস্টি ফান্ডে সরকারের পাশাপাশি
বেসরকারি অনুদান ও গ্রহণ করা যাবে।
বেসরকারি অনুদান [illegible] প্রদানকারীদের
নিজস্ব [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] দেয়া।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]।

শেখ হাসিনা
২০/৫/[illegible]

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
বাড়ী নং-৪৪, সড়ক নং- ১২/এ
ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
ই-মেইলঃ md_pmedutrust@yahoo.com
ওয়েবসাইটঃ www.pmedutrust.gov.bd